NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ সাইলেন্ট সর্দারজী — মনমোহন সিংকে শ্রদ্ধাঞ্জলি

অস্তাচলে অর্থনীতির দিশারি মনমোহন ৮

কলকাতা ২৯ ডিসেম্বর ২০২৪ ১৩ পৌষ ১৪৩১ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৯৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 29.12.2024, Vol.18, Issue No. 198 8 Pages, Price 3.00

বহুরূপী

৫০-এ পুষ্পা, ১০০-য় বাহুবলী। মেলবোর্নে চাপের মুখে নীতীশ কুমার রেড্ডির লড়াকু শতরান ভারতকে স্বস্তি এনে দিল।

স্মৃতিসৌধের রাজনীতি সঙ্গী করেই যমুনা-তীরে চিরবিদায়

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর: পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শনিবার শেষকৃত্য সম্পন্ন হল প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের। সকালে কংগ্রেসের সদর দপ্তরে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মরদেহ শায়িত রাখা হয়। সেখানে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং অন্য রাজনীতিকরা। কংগ্রেসের সদর দপ্তর থেকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর দেহ নিয়ে আসা হয় যমুনা নদীর ধারে পূর্বনির্ধারিত নিগমবোধ ঘাটে। সেখানেই পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষ বিদায় জানানো হয় মনমোহন সিংকে।

নিগমবোধ ঘাটে শনিবার তাঁর শেষকৃত্যের সময়ে উপস্থিত ছিলেন সনিয়া গান্ধি, রাহুল গান্ধি, প্রিয়ঙ্কা গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়গে সহ কংগ্রেসের অন্য নেতারা। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়, বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং অন্য বিজেপি নেতারাও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। তৃণমূল নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মলয় ঘটক সকালে দিল্লিতে কংগ্রেসের সদর দপ্তরে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে।

ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগেও এসেছিলেন মনমোহনকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য। পড়শি পাহাড়ি রাষ্ট্রে থিম্পু সংলগ্ন একটি বৌদ্ধগুম্ফায় বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছে। প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে শ্রদ্ধা জানাতে ভারতে সমস্ত দূতাবাস এবং উপদূতাবাসে ভুটানের পতাকা শনিবার অর্ধনমিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভুটান সরকার। মরিশাস সরকারও এ দেশে তাদের দূতাবাস এবং উপদূতাবাসগুলিতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পতাকা অর্ধনমিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে কেন্দ্র আক্রমণ করেছে বলে অভিযোগ তুললেন রাহুল গান্ধী। শনিবার সমাজমাধ্যমে লোকসভার বিরোধী দলনেতা লেখেন, 'আজ দিল্লির নিগমবোধ ঘাট শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন করে ভারতমাতার মহান সন্তান এবং প্রথম শিখ ধর্মাবলম্বী প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে অপমান করেছে কেন্দ্র। মনমোহন সিং সর্বোচ্চ সম্মান এবং নির্দিষ্ট 'সমাধিস্থল' পাওয়ার যোগ্য। সরকার দেশের এই মহান সন্তানকে সেই সম্মান দেখাতে পারত। প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর শেষকৃত্য কোথায় সম্পন্ন হবে, তা নিয়ে শুক্রবার কেন্দ্রের সঙ্গে বিরোধের পরিস্থিতি তৈরি হয় কংগ্রেসের। নিগমবোধ ঘাটে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর শেষকৃত্যের সিদ্ধান্তে শুরু থেকেই আপত্তি জানিয়ে আসছিল কংগ্রেস। তারা চাইছিল, যমুনার তীরে রাজঘাটের আশপাশের কোনও জমিতে মনমোহনের শেষকৃত্য হোক, যেখানে ইন্দিরা গান্ধি, রাজীব গান্ধি, অটলবিহারী বাজপেয়ীদের স্মৃতিসৌধ রয়েছে। এর আগে দেশের কোনও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর শেষকৃত্য এই শ্মশানে হয়েছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলে কংগ্রেস। তাদের বক্তব্য, নিগমবোধ ঘাটে শেষকৃত্য হলেও ওই স্থান স্মৃতিসৌধ নির্মাণের উপযুক্ত নয়, দাবি কংগ্রেসের। তারা চাইছিল এমন কোনও জায়গায় শেষকৃত্য হোক, যেখানে স্মৃতিসৌধ তৈরি করা যাবে।

এই বিতর্কের আবহে বৃহস্পতিবার রাতেই একটি বিবৃতি প্রকাশ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। কেন্দ্র জানায়, মনমোহনের স্মৃতিসৌধ তৈরির জন্য জায়গা দেওয়া হবে। কিন্তু সেই প্রক্রিয়ায় কিছুটা সময় লাগবে। মনমোহনের শেষকৃত্য এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পর এই বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছিল কেন্দ্র।

মনমোহন সিংকে 'ভারতরত্ন' সম্মান দেওয়ার দাবি আপের

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর: 'ভারতরত্ন' সম্মান পাওয়ার সবরকম যোগ্যতা ছিল মনমোহন সিংয়ের। প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান দেওয়ার দাবি তুলল দিল্লির শাসকদল আম আদমি পার্টি। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে কংগ্রেস এখনও মনমোহনকে ভারতরত্ন দেওয়ার দাবি জানায়নি। আগেভাগেই 'আপ' সেই দাবিতে সরব হল। আম আদমি পার্টির শীর্ষ নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিং বিবৃতি দিয়ে বলছেন, 'ভারতরত্ন পাওয়ার জন্য যা যা যোগ্যতার প্রয়োজন, মনমোহন সিংয়ের। আমি কেন্দ্রকে বিষয়টি ভেবে দেখার জন্য অনুরোধ করছি।' শুধু আপ নয়, একাধিক শিখ সংগঠন ইতিমধ্যেই ওই দাবিতে সরব হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে কংগ্রেসের তরফে এখনও তেমন কোনও দাবি আসেনি। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর প্রসঙ্গে শোক প্রস্তাব নেওয়া হলেও তাতে ভারতরত্নের উল্লেখ নেই। কংগ্রেস অবশ্য মনমোহনের স্মৃতিসৌধ তৈরির দাবিতে কেন্দ্রের কাছে দরবার করছে। সেটা একই ভাবে আপও করছে। সাম্প্রতিক অতীতে একাধিক কংগ্রেস নেতাকে 'ভারতরত্ন' দিয়েছে কেন্দ্রের মোদি সরকার। সেই তালিকায় রয়েছেন প্রণব মুখোপাধ্যায়, নরসিমা রাওরা। বস্তুত বিজেপির দীর্ঘদিনের অভিযোগ, কংগ্রেস গান্ধি পরিবারের বাইরে কাউকে সম্মান দেয় না। সেক্ষেত্রে 'অগান্ধি' কংগ্রেস নেতাদের সম্মান দেওয়াটা মোদি সরকারের রাজনীতিরই অঙ্গ। অতীতে যে ভাবে প্রণব বা নরসিমাদের সম্মান দেওয়া হয়েছে, সে ভাবেই মনমোহনকেও আগামী দিনে 'ভারতরত্ন' দেওয়ার ক্ষেত্রে মোদি সরকার ভেবে দেখলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। প্রশ্ন হল, কংগ্রেসের চেয়েও আপ কেন মনমোহনকে নিয়ে এত আবেগি? আসলে সামনেই দিল্লির বিধানসভা নির্বাচন। রাজধানীতে একটা বড় অঙ্কের ভোটার শিখ সম্প্রদায়ের। মনমোহনের প্রয়াণের পর শিখদের সহানুভূতি পেতে মরিয়া আপও।

ইডির ঘরেই নোটের বাসা

সিবিআই হানায় মিলল টাকার পাহাড়

সিমলা, ২৮ ডিসেম্বর: ইডি অফিসারের বাড়ি থেকে নোটের 'পাহাড়' উদ্ধার করল সিবিআই। অভিযোগ, ঘুষের টাকা নিজের বাড়ি এবং দপ্তরে গচ্ছিত রেখেছিলেন ওই ইডি কর্তা। তিনি পলাতক। তাঁর ভাইকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মূল অভিযুক্তের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। জানা গিয়েছে, ওই ইডি আধিকারিক ৫৪ লক্ষ টাকা ঘুষ নিয়েছিলেন। হিমাচল প্রদেশের সিমলার ঘটনা।

বর্ষশেষে যখন ছুটি কাটাতে সিমলায় ভিড় করেছেন পর্যটকরা। আর সেখানেই হন্যে হয়ে ঘুরছে সিবিআইও। তারা খুঁজছেন এক ইডি অফিসারকে। তদন্তে একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে সিবিআই। তল্লাশি চলে সিমলার ইডি অফিসেও। সিমলারই বাসিন্দা অভিযুক্ত ইডি অফিসার। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের সহকারী ডিরেক্টর পদে রয়েছেন তিনি। তাঁর ভাই একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার।

সিবিআইয়ের চণ্ডীগড়ের দপ্তরে সম্প্রতি দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। তার ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেই অভিযুক্তের বাড়িতে পৌঁছন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা।

জানা গিয়েছে, তিন বছর আগে একটি আর্থিক তছরুপ প্রতিরোধ আইনের অধীনে তিন বছর আগের একটি মামলার তদন্তেই ইডি অফিসার ঘুষ নিয়েছিলেন। তাঁদের দু'জনের বিরুদ্ধেই ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। সঙ্গে একটি গাড়িও নিয়েছিলেন ঘুষ হিসাবে। সেই তদন্তের সূত্রেই সিমলায় ইডি কর্তার বাড়িতে গিয়েছিলেন গোয়েন্দারা। তিনি বাড়িতে ছিলেন না। তাঁর ভাইকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সিনিয়র এক সিবিআই আধিকারিক জানিয়েছেন, অভিযুক্ত ইডি কর্তার হেপাজত থেকে মোট ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম দফার তল্লাশিতে পাওয়া গিয়েছিল ৫৪ লক্ষ টাকা। ঘুষ হিসাবে যা তিনি নিয়েছিলেন বলে দাবি। ওই দিনই তাঁর ভাইকে হেপাজতে নেয় সিবিআই। একটি গাড়িও বাজেয়াপ্ত করা হয়। ছোটা সিমলার স্ট্রবেরি হিল্‌সের রানি ভিলায় ইডি কর্তার বাড়িতে হানা দিয়ে এর পর আরও ৫৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।

সিমলায় ইডি দপ্তরেও গিয়েছিল সিবিআইয়ের একটি দল। ওই অফিসারের দপ্তর থেকে বেশ কিছু নথি উদ্ধার করা হয়েছে। চণ্ডীগড় এবং সিমলার সিবিআই আধিকারিকদের যৌথ দল এই অভিযান চালিয়েছে। কিন্তু এখনও অভিযুক্তের সন্ধান মেলেনি।

এক নজরে

চাকায় শিকল

■ সিকিমে পর্যটকদের ঘোরানোর জন্য গাড়িগুলির জন্য আরও কড়াকড়ি চালু করল পুলিশ। শীতের মরসুমে পর্যটকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতেই আরও সতর্ক গ্যাংটক পুলিশ। পর্যটকদের ঘোরানোর গাড়িতে অবশ্যই থাকতে হবে বরফ সরানোর সামগ্রী। তুষারাবৃত পথে গাড়ি যাতে নিরাপদে থাকে, সে জন্য চাকার সঙ্গে শিকল বাঁধার ব্যবস্থাও রাখতে হবে। এই মর্মে নির্দেশিকা জারি করেছে গ্যাংটক পুলিশ।

ভুয়ো সার্টিফিকেট

■ ডাক্তারির ভুয়ো সার্টিফিকেট দেখিয়ে আসল চিকিৎসককে বিয়ে করেন এক মহিলা। স্বামী তাঁকে রোগী দেখার কাজে সাহায্য করতে বলায় কিছুতেই রাজি হননি তিনি। পরে স্বামী জানতে পারেন, স্ত্রী আদৌ চিকিৎসক নন। অভিযোগ, বিয়ের আগে তাঁকে যে সার্টিফিকেট দেখানো হয়, তা ভুয়ো। আসলে ওই মহিলা উচ্চমাধ্যমিক পাশ! ওই মহিলার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ আনলেন চিকিৎসক স্বামী।

উদ্ধার পর্যটকরা

■ হিমাচল প্রদেশে আগামী ৪৮ ঘণ্টায় ভারী তুষারপাতের পূর্বাভাস দিল আবহাওয়া দপ্তর। কুলু, মানালি এবং সোলাং উপত্যকায় কয়েক হাজার পর্যটক আটকে ছিলেন। মানালি এবং সোলাং উপত্যকায় আটকে থাকা ১০ হাজার পর্যটককে উদ্ধার করা হয়েছে। ওই এলাকায় ২০০০ গাড়ি আটকে পড়েছিল। গাড়িগুলিকেও নিরাপদে সরানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে ১০০টি গাড়ির চালক না থাকায় সেগুলি আটকে রয়েছে।

এবার বাগদা থেকে গ্রেপ্তার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ২৮ ডিসেম্বর: ফের গ্রেপ্তার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। দেশে ফেরার আগে এবার গ্রেপ্তার হল এক দম্পতি। কাগজপত্র ছাড়াই তাঁরা ভারতে এসেছিলেন বলে খবর। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা থানা এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। শনিবার ধৃতদের আদালতে তোলা হয়েছে। তাঁদের এদেশে আসার কারণ জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম দুলাল শেখ ও পারুল বেগম মহম্মদ। তাঁদের বাড়ি বাংলাদেশের বাগেরহাট জেলায়। ধৃতরা চোরাপথে ভারতে এসে ভিন রাজ্যে কাজ করছিলেন। শুক্রবার রাতে তাঁরা বাংলাদেশ ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করার সময়ই পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে।

জানা গিয়েছে, ধৃতরা বাগদা ইকোলা বাজার এলাকায় অপেক্ষা করছিলেন। ওই এলাকার খানিক দূরেই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত। বাংলাদেশের উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে ওই এলাকাতেও চাপ বাড়ছে। জঙ্গি ও অনুপ্রবেশ নিয়ে দুশ্চিন্তা ও আতঙ্কে রয়েছেন স্থানীয়রা।

এলাকার বাসিন্দাদের ওই দম্পতিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সন্দেহ হয়। খবর দেওয়া হলে পুলিশ দ্রুত সেখানে পৌঁছয়। সেখানেই তাঁদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ চলে। ওই দম্পতির থেকে ভারতের পরিচয়পত্র চাওয়া হয়। কোনও কিছুই ওই দু'জন দেখাতে পারেননি। তারপরই অনুপ্রবেশকারীদের গ্রেপ্তার করা হয়।

বয়ানে ধৃতরা বলেন, তারা ভিন রাজ্যে কাজের জন্য নিজেদের দেশ ছেড়ে এদেশে এসেছিলেন। দালালের মাধ্যমে চোরাপথেই দু'জনে সীমান্ত পেরতেন। ধৃতরা বলা কথার সত্যতা যাচাই করছে পুলিশ। তাঁরা অন্য কোনও চক্রের সঙ্গে জড়িত কিনা তা জানতে পুলিশ হেপাজতে নিয়ে তাঁদের জেরা করবে বলে খবর। শুক্রবার নদিয়া ও বালুরঘাট থেকেও বেশ কয়েকজন বাংলাদেশিকে পাকড়াও করা হয়েছে। তাদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে খবর।

অবৈধ প্রবেশ

বাংলাদেশ থেকে অবৈধ ভাবে ভারতে প্রবেশ করে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে তাঁরা বাস করতে শুরু করেছিলেন বলে অভিযোগ। শুক্রবার মহারাষ্ট্র পুলিশের জঙ্গিদমন শাখার এক বিশেষ অভিযানে ওই ১৬ জন বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে অন্তত ছ'জন মহিলা রয়েছেন। ভারতে থাকার জন্য তাঁদের কাছে কোনও নথি পাওয়া যায়নি বলে পুলিশ সূত্রে খবর। মহারাষ্ট্রের নবি মুম্বই, ঠাণে, সোলাপুর এবং জালনা অঞ্চল থেকে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতেরা অবৈধ ভাবে এ দেশে প্রবেশ করার পর কোনও ভাবে জাল আধার কার্ড এবং অন্য ভারতীয় পরিচয়পত্র জোগাড় করেছিলেন।

বাতিল বিমান

■ কাশ্মীরে অনবরত চলছে তুষারপাত। বহু পর্যটক তার জেরে আটকে পড়েছেন। শ্রীনগর বিমানবন্দর থেকে শনিবার সব বিমান বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। বিমান ওঠানামার পরিস্থিতিই নেই সেখানে। রাস্তায় গাড়ি দাঁড়িয়ে। আটকে পর্যটকরা।

পুরীর নিরাপত্তা

■ বর্ষশেষের রাত এবং বর্ষবরণের দিন সেই ভিড় যে দ্বিগুণ হতে পারে তা আঁচ করেই পুরীর নিরাপত্তা আঁটসাঁট করা হয়েছে। উৎসবের এই মরসুমে ভিড় যাতে মসৃণ ভাবে সামলানো যায়, তার জন্য ট্র্যাফিক সংক্রান্ত একগুচ্ছ নির্দেশিকাও জারি করেছে জেলা প্রশাসন।

খুন চিত্রসাংবাদিক

■ দীর্ঘ দিনের বিরোধের জেরে এক চিত্রসাংবাদিককে পিটিয়ে খুন করলেন তাঁরই প্রতিবেশী যুবক! শনিবার ভোরে বিহারের পূর্ণিয়া জেলায় ঘটনাটি ঘটেছে। নিহতের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহতের নাম নীলাম্বর যাদব (৩৫)।

ধর্ষণে ধৃত

■ কিশোরীকে বাড়িতে আটকে রেখে এক বছর ধরে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল বাবা, কাকা এবং দাদুর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি কানপুরের অরাইয়ার। কিশোরীর অভিযোগের ভিত্তিতে তিন জনকেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। কিশোরী দু'মাসের অন্তঃসত্ত্বা।

বিলাসবহুল গাড়ির কর আদায়ে বিশেষ ছাড় রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পরিবহন দপ্তর গাড়ি মালিক, বিশেষত বিলাসবহুল দামি গাড়ির মালিকদের বকেয়া কর আদায় করতে বিশেষ ছাড় দিচ্ছে। এব্যাপারে সচেতনতা প্রচার কর্মসূচি শুরু করা হচ্ছে দপ্তরের তরফে। দামি গাড়ির মালিকদের এক বড় অংশ নিয়মিত পথ কর মেটাচ্ছে না। যে কারণে বিপুল পরিমাণে রাজস্ব বকেয়া রয়েছে বলে পরিবহন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে।

পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানিয়েছেন, মোটরযান আইন সংশোধনের ফলে ব্যক্তিগত গাড়ির মালিকেরা তাঁদের পুরনো গাড়ির দামের ৭.৫ শতাংশ দিয়ে আজীবনের কর মিটিয়ে দিতে পারবেন। বাণিজ্যিক গাড়ির ক্ষেত্রে তিন, পাঁচ বা দশ বছরের মেয়াদে কর মেটালে যথাক্রমে ১৫ শতাংশ, ৩০ শতাংশ এবং ৪০ শতাংশ ছাড় পাওয়া যাবে।

গাড়ি মালিকেরা যাতে এই ছাড় সম্পর্কে জানতে পারেন সেজন্য বিশেষ প্রচারাভিযান শুরু হচ্ছে বলে পরিবহন মন্ত্রী জানিয়েছেন। ইতোমধ্যেই বকেয়া কর মিটিয়ে দেওয়ার জন্য গাড়ি মালিকদের মোবাইলে এসএমএস পাঠানো শুরু হয়েছে।

রাজ্য সরকারের পরিবহন আইন বলছে, রাস্তায় গাড়ি বের করতে গেলে পথকর মেটাতেই হবে। অতএব এক্ষেত্রে জরিমানা বাধ্যতামূলক। আর এমন ঘটনার জন্য বহু ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায়, গাড়ির পথকর ও জরিমানা মিলে টাকার অংক ১০-১২ লক্ষ টাকায় পৌঁছে যায়। এইভাবেই শুধু কলকাতায় প্রায় ৮০ কোটি টাকা বাকি রয়েছে দামি গাড়িগুলির ক্ষেত্রে। গোটা রাজ্য ধরলে টাকার অংক আরও বাড়বে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

এই নিয়ে রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, পথ কর না দেওয়া নিয়ে সমস্যা দীর্ঘদিনের। তিনি মন্ত্রী হওয়ার আগে এর পরিমাণ ছিল প্রায় ৪০ শতাংশের কাছাকাছি। এখন পরিবহণ দফতর কড়া হওয়ায় সেটা ৩০ শতাংশের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। তবে এই প্রবণতা তাঁদের কাছে অন্যতম বড় চিন্তার কারণ।

জানা গেছে, শুধুমাত্র কলকাতাতেই ৩০ শতাংশ গাড়ি মালিকের কাছ থেকে রাজ্য সরকারের প্রায় ৮০ কোটি টাকা রাজস্ব এবং জরিমানা বকেয়া রয়েছে। এদের অধিকাংশই নামী বিদেশী গাড়ির মালিক। মন্ত্রী জানিয়েছেন, 'বহু ক্ষেত্রে যখন এধরনের গাড়ি কিনতে যাওয়া হয়, তখন শোরুম থেকেই বলা হয় না যে, আপনি ১৫ বছরের অর্থাৎ লাইফ টাইম রোড ট্যাক্স দিয়ে দিলে করের ক্ষেত্রে একটা বড় ছাড় পাওয়া যায়। ফলে অনেকেই পাঁচ বছরের পর আর রোড ট্যাক্স দেন না। আমরা চেষ্টা করছি, এই বিষয়টা নিয়ে এসএমএস করে ওই গাড়ির মালিকদের সতর্ক করার। সে ক্ষেত্রেও সতর্ক না হলে পরবর্তীতে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।'

ফিরে এল স্প্রিং ফেস্ট'র ৬৬তম সংস্করণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্প্রিং ফেস্ট হল ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি খড়গপুরের (আইআইটি খড়গপুর) বার্ষিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসব। ২ মিলিয়নেরও বেশি অনলাইনে পৌঁছানোর সঙ্গে, স্প্রিংফেস্ট হল এশিয়ার বৃহত্তম সাংস্কৃতিক উৎসবগুলির মধ্যে একটি যা সম্পূর্ণরূপে ছাত্রদের দ্বারা আয়োজিত। ভারতের ৮০০টিরও বেশি নেতৃস্থানীয় কলেজ থেকে উৎসাহী অংশগ্রহণকারীরা এই ৩ দিনের আনন্দ এবং উল্লাসের উৎসবের জন্য খড়গপুরে আসেন। ২৬-২৮ জানুয়ারি ২০২৪-এ স্প্রিংফেস্টের ৬৫তম সংস্করণ উদযাপন করল। স্প্রিংফেস্ট সফলভাবে দেশব্যাপী প্রাথমিক রাউন্ড 'হিচহাইক' এর বিভিন্ন শৈল্পিক অনুষ্ঠানের জন্য নৃত্য, নাটক, সঙ্গীত, ফ্যাশন ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই অনুষ্ঠানটি ভারতের দশটি শহর জুড়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দিল্লি, মুম্বাই, পুনে, ব্যাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ, আহমেদাবাদ, বিশাখাপত্তনম, লখনউ, জয়পুর এবং চণ্ডীগড়। কলকাতা, ভুবনেশ্বর, পাটনা, রাঁচি, গুয়াহাটি এবং রায়পুর এই ৬টি অন্যান্য শহরে নাচ, নাটক, সঙ্গীত, ফ্যাশন এবং সাহিত্যের ইভেন্টগুলির জন্য প্রিলিমিনারি পরীক্ষার একটি দর্শনীয় দৌড়ের পরে স্প্রিং ফেস্টটি নির্মূল পর্বের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। সমস্ত আগ্রহী ছাত্র বা সাংস্কৃতিক একাডেমি নির্মূল অংশগ্রহণ করলেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি বিমল বারিক আমার পুত্র অংশুবারিক ২৪-১-২৪ তারিখে L.D. A.C.J.M II প্রথম শ্রেণী কল্যাণী কোর্টে এফিডেভিটে Sl. No. 259 অংশুবারিক ও অসীম বারিক একই ব্যক্তি হইল।

হারানো প্রাপ্তি

আমি ওয়ারিশ সেখ, পিতা- ঁ মিরণ সেখ, পোঃ সজধরপাড়া, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, গত ২১/১২/২০২৪ তারিখে আমার দলিল (নং 3697 Dated- 30/03/1989) টি হারিয়ে যায়। কোন সহৃদয় ব্যক্তি সেটি পেলে যোগাগোগ করুন 9749150291 এই নাম্বারে

আমার মক্কেল রাজু প্রসাদ চৌরাশিয়া, পিতা- নবরতন চৌরাশিয়া মহাশয় গত ইং ০৯/ ০৪/ ২০২৪ তারিখে হাওড়া A.D.S.R. অফিসে বুক নং-১, ভ্যলুম নং ০৫০২-২০২৪, পাতা নং- ১২১১৬০ হইতে ১২১১৭৫, বিয়িং নং- ০৫০২০৩৭৮৪ নং আমমোক্তার নামা দলিল বলে বৃষ্টি কমপ্লেক্স প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে ডাইরেক্টর হর্ষ বর্ধন চাঁদ, পিতা মনোজ কুমার চাঁদ-এর নিকট হইতে চকপাড়া মৌজার জে.এল. নং-১১১, সাবেক-১৭৬৯ নং খতিয়ান ভুক্ত ৩৩৩ দাগ হাল ৮৬৬৪ নং খতিয়ানভুক্ত ৪১৯ দাগে ১৪ কাঠা শালি জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারোর কোনও আপত্তি থাকিলে বালি-জগাছা বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও.অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৯ শে ডিসেম্বর, ১৩ ই পৌষ। রবি বার । চতুর্দশী তিথী। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টত্তরী শনি র দশা, বিংশোত্তোরী বুধের কাল। মৃতে একপাদ পাদ দোষ।

মেষ রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ।প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দের। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি : পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি : হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ দান বিতরণ করলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইন্জিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি। আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি : পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি : সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য-তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি : সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : আজ খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি : কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব।

(উমেশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় আবির্ভাব দিবস।
বিজ্ঞানী রমনের আবির্ভাব দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

মন্ত্রীদের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া নিয়ে কড়া নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্যদের কোনও অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্ক হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোথায়, কোন অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন সব মন্ত্রীদের তা আগাম মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে জানাতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, সম্প্রতি রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং সতীর্থদের এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন। জানা গেছে মন্ত্রীদের কোন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া উচিৎ, অনুচিৎ তা আগে খতিয়ে দেখেই মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে অনুমোদন দেওয়া হবে। আগামী বছরের শুরু থেকেই এই নির্দেশ মন্ত্রীদের কঠোর ভাবে মেনে চলতে হবে ।

নবান্ন সূত্রের খবর, সম্প্রতি এক মন্ত্রীর একটি অনুষ্ঠানে যাওয়া নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। ওই অনুষ্ঠানে মন্ত্রীকে মঞ্চে উঠে সংবর্ধনা জানান এক ব্যক্তি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে একাধিক আর্থিক প্রতারণার মামলা থাকায় প্রশ্ন ওঠে দলের অন্দরে। সেই সংবর্ধনার বেশ কিছু ছবিও প্রকাশ্যে এসেছে। বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর কানেও পৌঁছয়। গত বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে নাম না করে মুখ্যমন্ত্রী সতর্ক করেন ওই মন্ত্রী-সহ তাঁর বাকি সতীর্থদের। সঙ্গে নির্দেশ দেন, কোন মন্ত্রী কোথায় যাচ্ছেন এবং কোন অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন, তা আগে থেকে মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে জানাতে হবে। নতুন বছর থেকেই এই নির্দেশ কার্যকর করতে হবে বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রামকৃষ্ণ মিশনের ১১৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত ১৫ ডিসেম্বর রামকৃষ্ণ মিশনের ১১৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক সুবীরানন্দজী মহারাজ রামকৃষ্ণ মিশনের ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের কার্যবিবরণী বিষয়ে মিশন পরিচালন সমিতির প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

একইসঙ্গে এই সভায় জানানো হয় যে, রামকৃষ্ণ মিশন সমাজসেবায় বিশেষ অবদানের জন্য পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের কাছ থেকে 'গভর্নর্স অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সসেলেন্স' এবং অরুণাচল প্রদেশের প্রশংসনীয় পরিষেবা প্রদানের স্বীকৃতি স্বরূপ 'অরুণাচল প্রদেশ স্টেট অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেছে।

এর পাশাপাশি তিরুপতির জাতীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় পরিচালিত অল ইন্ডিয়া স্যানস্ক্রিট (সংস্কৃত) স্টুডেন্টস ট্যালেন্ট ফেস্টিভ্যাল-এ বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১টি স্বর্ণ, ১টি রুপো ও ১টি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেছে।

এছাড়াও সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের সভাপতি কর্তৃক আগরতলার বিবেকনগর বিদ্যালয় আদর্শ সিবিএসই বিদ্যালয়রূপে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। ভারত সরকারের নীতি আয়োগ পরিচালিত একটি জাতীয় স্তরের বুট ক্যাম্পে এই বিদ্যালয়ের ছাত্ররাই ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে।

এমএলএ হোস্টেলে কড়া নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করে হুমকি কান্ডের প্রেক্ষিতে কলকাতার এমএলএ হোস্টেলের সুরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করা হচ্ছে। বিধায়কদের সুপারিশে অতিথিশালার ঘর বরাদ্দ হওয়ার ক্ষেত্রেও আরো কড়াকড়ি করা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। রাজ্য বিধানসভার তরফে স্থির করা হয়েছে এবার থেকে বিধায়কদের সুপারিশ পত্র নিয়ে যারা হোস্টেলের অতিথিশালায় থাকবেন তাদের অন্তত সাত দিন আগে আবেদন করতে হবে। অতিথিদের সঙ্গে থাকা সুপারিশ পত্র এবং অন্যান্য নথি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখে সন্তুষ্ট হলে তবেই ঘর বরাদ্দ করা হবে।

কেউ অসৎ উদ্দেশ্যে ঘর ভাড়া নিচ্ছেন বলে ধরা পড়লে তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। এদিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম হারিয়ে তোলাবাজি মামলায় সরল জবানের জন্য শেক্সপিয়ার সরণি থানার পুলিশ এম এল এ হোস্টেলের সুপার সুশান্ত মন্ডলকে তলব করেছে। কিভাবে অভিযুক্ত বিজেপি বিধায়কের নাম করে ঘর ভাড়া নিলেন তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ওই বিধায়ককেও আগামীতে জেরা করবে পুলিশ।

প্রসঙ্গত কলকাতার কিড স্ট্রিট এমএলএ হোস্টেলে বিধায়কদের সুপারিশক্রমে ৪১ তীব্রঘর ভাড়া দেওয়া হয়। অতিথিদের জন্য নূন্যতম ঘর ভাড়া তিনশ টাকা সর্বাধিক দেড় হাজার টাকা। এইরকম একটি ঘর বিজেপি বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দের নামে বুক করেছিল ওই তোলাবাজি কাণ্ডের অভিযুক্তরা। যদিও বিজেপি বিধায়কের দাবি তিনি কাউকে ঘর বুকিং করতে দেননি। এ প্রসঙ্গে রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন হোস্টেল সুপারের রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। পুলিশের কাছেও বিষয়টি জানতে চাওয়া হয়েছে। কেউ অসৎ উদ্দেশ্যে ঢুকে থাকলে তার বিরুদ্ধে আইনানুর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জার্মান সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া লালবাবা গ্রুপের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ৬০ বছর পূর্তিতে নতুন চমক দিল লালবাবা ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ। গাঁটছড়া বাঁধল ইন্দো-ডয়েচ।

লালবাবা ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ শতবর্ষ প্রাচীন জার্মান সংস্থা পপি ও পোটহপের সঙ্গে সিমলেস টিউব শিল্পে আন্তর্জাতিক ব্যবসায় গাঁটছড়া বাঁধার কথা জানাল। মুরারি লাল ধানুকার উদ্যোগে লালবাবা গ্রুপ ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে তা তাঁর ছেলে কিষাণ ধানুকার নেতৃত্বে সমৃদ্ধিলাভ করে।

ক্রমেই অদ্বিতীয় হয়ে ওঠে লালবাবা গ্রুপ। ২০০৯ সালে লালবাবা সিমলেস টিউবস পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এবার যুক্ত হল জার্মান কোম্পানি। লালবাবা ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর কিষাণ ধানুকা বলেন,'পপি ও পোটহপের সঙ্গে এই যৌথ উদ্যোগ লালবাবা ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপের জন্য নিঃসন্দেহে নতুন অধ্যায়।

ইন্দো-ডয়েচ গাঁটছড়ায় গুণমান আরও ভাল হবে। সিমলেস টিউব হবে টেকসই, মানসম্মত।' লালবাবা ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপের ডিরেক্টর নিকুঞ্জ ধানুকা বলেন, 'এই সহযোগিতা সিমলেস টিউব বিশ্বব্যাপী প্রসারিত হবে। সেটাই আমাদের লক্ষ্য থাকবে।'

প্রধানমন্ত্রীকে বাংলাদেশ নিয়ে কড়া পদক্ষেপের আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহানির্বাণী আখড়া, আচার্য্য মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী বিশোকানন্দ ভারতী বাংলাদেশ ইস্যুতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মতোই কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে শাহীস্নানের সূচনা করবেন বিশোকানন্দ। তাঁর আগে বিভিন্ন রাজ্যে ঘুরে সন্যাসী সংঘগুলোর প্রধানদের মহাকুম্ভের জন্য নিমন্ত্রণ পত্র দিতেই এ রাজ্যে তার আগমন।

অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের আচার্য্য কিংকর বিঠ্ঠল রামানুজ মহারাজের সভাপতিত্বে বাংলাদেশে মাইনরিটিদের উপর অত্যাচার নিয়ে একটি জনসভায় তিনি বলেন, যেদিন ভারতবর্ষে থেকে এই পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের দেশগুলোকে আলাদা করে দেওয়া হয়, সেদিন থেকে বাংলাদেশে সনাতনীদের উপর আক্রমণ শুরু হয়েছে। তিনি আরও বলেন, 'তদারকি সরকারের চিফ এডভাইজর, মহম্মদ ইউনূসের আমলে ভয়ঙ্করভাবে নারী শিশু হত্যা করা হচ্ছে। নৃশংস সব হিন্দুনারীদের উপর অত্যাচারে ক্রুদ্ধ সনতনী হিন্দু সন্তরা।

বাংলাদেশের জেহাদিদের অত্যাচারে পৃথিবীর সমস্ত দেশগুলোও নিন্দা জানানো স্বত্বেও ইউনূস সরকার নিশ্চুপ। সব কিছুই তাঁর মদতে হচ্ছে। তাই ভারতসরকারকে নিশ্চুপ থাকলে চলবে না।' স্বামী বিশোকানন্দ অবশ্য বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের জুড়ি মহাকুম্ভে পৌঁছানর জন্য অভূতপূর্ব ব্যবস্থা করেছে এবং ইনফ্রাস্টাচারের অভূতপূর্ব উন্নতি করেছে।

ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবে বর্ষশেষের উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন: সদ্য বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে চন্দন রায়চৌধুরী প্রাণ ফেরাচ্ছেন ছোট খেলার আসরগুলোয়। পাশাপাশি বজায় রেখেছেন ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবের ঐতিহ্যও। দীর্ঘ ২ যুগ ধরে চন্দন রায়চৌধুরীই সচিবের পদে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। বছরের বিভিন্ন সময়ে নানা প্রতিযোগিতা থেকে প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন হয় এই ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবে। বসেছে আন্তর্জাতিক আসরও। বছরশেষে তাই চন্দন রায়চৌধুরী ডাক দিয়েছিলেন আনন্দ উৎসবের। সেখানেই অন্যরূপে সেজে উঠেছিল ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাব। চন্দন রায়চৌধুরীর ডাকে হাজির ক্লাবের প্রায় সব সদস্যও। একটা দিন একেবারে ফেস্টিভ মুডে কাটান সকলে।

ছোটদের জন্য আয়োজন করা হয়েছিল নানা ফান গেমের। আর বড়দের জন্য ছিল টাগ অফ ওয়ার, হিট দ্য উইকেট, মিউজিক্যাল চেয়ার, ব্রেকিং দ্য পথের মত খেলা। গোটা বছর খেলা নিয়ে সিরিয়াস থাকার পর, বছর শেষে মানুষকে একটু রিল্যাক্স করানোর জন্যই এই আয়োজন বলে জানান ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবের সচিব চন্দন রায়চৌধুরী।

পচা শামুকে পা কাটল ইস্টবেঙ্গলের, রক্ষণের ভুলে শেষ মুহূর্তে ড্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: জয়ের হ্যাটট্রিক হল না ইস্টবেঙ্গলের। আইএসএলে পচা শামুকে পা কাটল তাদের। শনিবার এগিয়ে গিয়েও রক্ষণের ভুলে ১-১ ড্র করল হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে। জিকসন সিংহ দ্বিতীয়ার্ধে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দিলেও ৯০ মিনিটে সমতা ফেরান লাল-হলুদের প্রাক্তন ফুটবলার মনোজ মহম্মদ। রক্ষণের ভুলে গোল খেতে হয়েছে ইস্টবেঙ্গলকে, যা ম্যাচের পর নিঃসন্দেহে চিন্তায় রাখবে কোচ অস্কার ব্রুজোলেকে। এমন দলের বিরুদ্ধে ড্র করল ইস্টবেঙ্গল, যারা ঘরের মাঠে আগের ১৮টি ম্যাচে জিততে পারেনি। ড্রয়ের ফলে পয়েন্ট তালিকায় উপরের দিকে ওঠা হল না ইস্টবেঙ্গলের। ১৩ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে তারা থাকল ১১ নম্বরেই। হায়দরাবাদও ১২ নম্বরে থাকল।

প্রথমার্ধে ইস্টবেঙ্গলের খেলার মধ্যে কোনও ছন্দবদ্ধ ভাব ছিল না। হায়দরাবাদের মতো দুর্বল দল পেয়েও ইস্টবেঙ্গল বিপক্ষের রক্ষণে দাঁত ফোটাতেই পারছিল না। আলেক্স সাজি বোতলবন্দি করে রেখেছিলেন দিমিত্রি দিয়ামানতাকোসকে। উইং দিয়ে নন্দকুমারও আক্রমণ করতে পারছিলেন না। কারণ যে দিক দিয়ে নন্দ খেলছিলেন সে দিকের মাঠের অবস্থা ভাল ছিল না। ফলে বল নিয়ে উঠতে পারছিলেন না লাল-হলুদ ফুটবলার। ইস্টবেঙ্গল আক্রমণে ওঠার সময় হায়দরাবাদের ৯ জন ফুটবলার নিজেদের বক্সের আশেপাশে চলে আসছিলেন। ফলে পাস খেলার জন্য ফাঁকা জায়গা খুঁজে পাচ্ছিল না ইস্টবেঙ্গল।

রেফারির দু'টি সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক হতেই পারে। প্রথমার্ধের মাঝামাঝি একটি পেনাল্টির আবেদন করেছিল ইস্টবেঙ্গল। বল লেগেছিল সাজির হাতে। রেফারি কর্ণপাত করেননি ইস্টবেঙ্গলের আবেদনে। এর পর ক্লেটন একটি ভাসানো বল পেয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু হায়দরাবাদ গোলকিপার আরশদীপ সিংহ লাফিয়ে উঠে বল ক্লিয়ার করতে গিয়েছিলেন। তাঁর হাঁটু সোজা গিয়ে লাগে ক্লেটনের বুকে। ব্রাজিলীয় ফুটবলার মাটিতে পড়ে কাতরাতে থাকেন। রেফারি পেনাল্টি তো দেনইনি, উল্টে ফাউল দেন হায়দরাবাদের পক্ষে। ক্লেটনের আঘাত নিয়ে কিছুটা শঙ্কা তৈরি হলেও তা সঙ্গে সঙ্গেই দূর হয়ে যায়। প্রাথমিক শুশ্রূষার পর সুস্থ হয়ে যান তিনি।

ইস্টবেঙ্গলকে ভুগিয়েছে প্রচুর মিস্ পাস। দু'-তিনটি পাসের পরেই বিপক্ষের পায়ে বল জমা করে দিচ্ছিল তারা। ফলে আবার নতুন করে শুরু করতে হচ্ছিল আক্রমণ। সুযোগ পেয়ে হায়দরাবাদও চেপে ধরেছিল ইস্টবেঙ্গলকে। দু'-একটি সুযোগ তৈরি করে ফেলেছিল তারা। কিন্তু ফাইনাল থার্ডে গিয়ে গোলটাই করতে পারেনি। হায়দরাবাদকে ভুগিয়েছে অনভিজ্ঞতা।

দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য অন্য ইস্টবেঙ্গলকে পাওয়া যায়। আক্রমণের ঝাঁজ অনেক বেড়ে যায় তাদের। প্রান্ত বদল করায় নিজের হারানো ছন্দ খুঁজে পান নন্দও। উইং দিয়ে অনেক বেশি সচল হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। বার বার উঠে এসে ক্রস ভাসাচ্ছিলেন। তবে যেটা আসল কাজ, সেই গোলটাই হচ্ছিল না।

তা আসে ৬৪ মিনিটে। বক্সের বাইরে দিয়ামানতাকোসকে ফাউল করায় ফ্রিকিক পায় ইস্টবেঙ্গল। ক্লেটনের শট বারে গিয়ে লাগে। কাছেই ছিলেন জিকসন। ফিরতি বলে লাফিয়ে উঠে হেড করে জালে জড়িয়ে দেন। এই গোলের পরে খেলা জমে ওঠে। দু'দলই গোল করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। ইস্টবেঙ্গল আরও গোল করার জন্য ঝাঁপায়। হায়দরাবাদও সমতা ফেরানোর জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে।

নন্দকুমারের একটি শট বাঁচান বিপক্ষের গোলকিপার। তবে শেষের দিকে ইস্টবেঙ্গলের খেলায় হঠাৎই সেই ঝাঁজ ক্রমশ কমতে থাকে। আবারও ফিরে আসে মিস্ পাসের বহর। মনঃসংযোগের সামান্য ভুলেই গোল খায় তারা। কার্ড সমস্যায় মহম্মদ রাকিপ না থাকায় রাইট ব্যাক হিসাবে খেলানো হয় প্রভাত লাকরাকে। গোটা ম্যাচেই তিনি নজর কাড়তে পারেননি। শেষ বেলার ভুল করে লাল-হলুদকে ডুবিয়ে দিলেন। ইস্টবেঙ্গলের বক্সের বাইরে থেকে বাঁ দিকে মনোজকে পাস দিয়েছিলেন কোরিয়া। চলতি বলেই বাঁ পায়ের শটে পুরনো দলের বিরুদ্ধে গোল করে যান মনোজ।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৪, ১৩ পৌষ, রবিবার

‘অর্জুন সিংকে হেনস্থা করছে তৃণমূল’, পুলিশি তলব নিয়ে সরব সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘অর্জুন সিং যেহেতু শক্তিশালী নেতা, তাই তৃণমূল কংগ্রেস ওনাকে হেনস্থা করছে।’ একই দিনে অর্জুন সিংকে দু’বার প্রশাসনের তলব নিয়ে এমনই প্রতিক্রিয়া দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। শনিবার বিকেলে খড়দা বিধানসভা কেন্দ্রের অপূর্ব নগরে ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে আয়োজিত ফুটবল প্রতিযোগিতায় এসে দু’বার তলব নিয়ে সুকান্ত মজুমদারের কটাক্ষ, ‘পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এই তৎপরতা যদি জঙ্গি ধরার ক্ষেত্রে থাকতো। তাহলে পশ্চিমবঙ্গের এই অবস্থা হত না।’ তাঁর আরও দাবি, ‘অর্জুন সিং-কে ভয় দেখিয়ে ফের তৃণমূলে

নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে।’ কিন্তু তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, অর্জুন সিং ভারতীয় জনতা পার্টিতে থেকেই লড়াই করবে। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্য, ভারত সরকার বাংলাদেশের পরিস্থিতির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। যদিও ভারত সরকার সব কাজ বলে করে না। এমন কাজ করছে, তা দেখা যাচ্ছে না। এমনকি সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বিএসএফ পর্যাপ্ত নজরদারি চালাচ্ছে। তাঁর সংযোজন, ‘বেশ কিছু সীমান্তবর্তী অঞ্চলে কাঁটা তারের বেড়া নেই। সেখানে জিরো পয়েন্ট চিহ্নিত করা যায়নি। তাই ওই জায়গায় কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি। এমনকি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কাঁটা তার দিয়ে ঘেরার জন্য জমিও দিচ্ছে না।’ তাঁর অভিযোগ, বাংলায় পুলিশের একদম নজরদারি নেই। পার্কস্ট্রিট থেকে শুরু করে সুন্দরবনের মৌসুমী দ্বীপ, মধ্যমগ্রাম, বারাসত থেকে জাল আধার কার্ড উদ্ধারের ঘটনা ঘটছে। তাঁর দাবি, জেলায় জেলায় জঙ্গি সাথী প্রকল্প চালু করেছে তৃণমূল সরকার। এদিন তিনি আরও দাবি করেন, জঙ্গিদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গ। তৃণমূলের বিভিন্ন নেতারা এরসঙ্গে যুক্ত। তা একে একে প্রমাণিত হচ্ছে। তাঁর কটাক্ষ, ‘তৃণমূলের কে জঙ্গিশ্রী উপাধি পাবেন, তা নিয়ে লড়াই চলছে।’ এদিন হাজির ছিলেন বিজেপির কলকাতা উত্তর শহরতলি জেলার সভাপতি অরিজিৎ বক্সী-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

দুই বিধানসভায় শাব শেখের ভোটার কার্ড, নড়েচড়ে বসল নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধৃত আনসারুল্লা বাংলা টিমের সদস্য শাদ রাডি ওরফে শাব শেখের হরিহরপাড়া এবং কান্দি দুই বিধানসভায় ভোটার কার্ডের ঘটনা সামনে আসার পরই নড়েচড়ে বসেছে নির্বাচন কমিশন। এই বিষয়ে মুর্শিদাবাদের জেলা নির্বাচন আধিকারিক তথা জেলা শাসকের থেকে রিপোর্ট চেয়ে পাঠায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বা সিইও দপ্তর। সেই রির্পোট এবার খতিয়ে দেখছেন দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা।

এরই পাশাপাশি এদিকে এখনও ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ চলছে। এহেন আবহে ভোটার তালিকা নিয়ে কমিশনের গাইড লাইনকে আরও সুনির্দিষ্টভাবে মান্যতা দেওয়ার জন্য জেলাগুলিকে বলা হয়েছে বলে বিভিন্ন জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর। তালিকায় নাম তুলতে চাওয়া কোনও ভোটারকে নিয়ে সন্দেহ হলে সেটা নিয়ে বারবার খোঁজ খবর নিতে হবে, সে নির্দেশও পেয়েছেন বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর।

তবে এই জাল ভোটার কার্ড শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদেই নয়, এই ধরনের কোনও ঘটনা প্রকাশ্যে এলেই বিষয়টি নিয়ে জানতে চাওয়া হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলো থেকে। সম্প্রতি

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জঙ্গি গ্রেপ্তারের সঙ্গে পাসপোর্ট, আধার সব কিছুতেই জালিয়াতির অভিযোগে সামনে আসছে। তবে এখনও শাব শেখের ক্ষেত্রে বিদেশ মন্ত্রক বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে কোনও নির্দিষ্ট নির্দেশ আসেনি। এদিকে বিভিন্ন সময়ে কোনও ভোটারকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া বা সেই ভোটার খুঁটিনাটি তথ্য সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয় বিদেশ মন্ত্রক বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে। সেই অনুসারে পদক্ষেপ করা হয়।

শাব শেখের দুটি বিধানসভায় নাম থাকার পরে ভোটার তালিকা পুনরায় মূল্যায়ণ দাবি করেছিল বিজেপি। যদিও কমিশন বা সিইও দপ্তরে এই ধরনের কোনও দাবিপত্র বা অভিযোগ জমা দেওয়া হয়নি পদ্ম শিবিরের তরফে। যদিও ভোটার তালিকার ক্ষেত্রে যাবতীয় ঘটনার দায় বিডিও এবং জেলাশাসকের বলে সরব হয়েছিলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তবে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে এও জানা যাচ্ছে, কমিশনের বিভিন্ন আধিকারিকরা ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য প্রয়োজনীয় নথি (যদি তা ভুয়োও হয়, তা-ও সব সময় দেখে বোঝার উপায় থাকে না) দিলে তালিকায় নাম উঠে যায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির।

অভিষেকের নামে ‘প্রতারণা’ তলব বিজেপি বিধায়ককে

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভিষেকের নামে তোলাবাজিকাণ্ডে তদন্তে তৎপর কলকাতা পুলিশ। ঘটনার তদন্তে নেমে কোচবিহারের বিজেপি বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে-কে তলব করা হয়েছে বলে লালবাজার সূত্রে খবর। বিজেপির এই বিধায়ককে তলব করেছে শেক্সপিয়র সরণি থানার পুলিশ। আর এই ব্যাপারে তাঁকে পাঠানো হয়েছে একটি ই-মেলও। এই মেলে জানানো হয়েছে, আগামী ৩ দিনের মধ্যে থানায় হাজিরা দিতে বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, কালনা পুরসভার চেয়ারম্যান আনন্দ দত্ত পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছিলেন, তাঁকে ফোন করে বলা হয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস থেকে ফোন করা হচ্ছে। বলা হয়, চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে একাধিক জায়গা থেকে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ উঠেছে। যে কোনও মুহূর্তে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে পুলিশ। তাঁর আরও দাবি, যদি ৫ লক্ষ টাকা দেন, তাহলে পুলিশি ধরপাকড় থেকে মুক্তি পাবেন বলে ফোনে বলা হয়। যে মোবাইল নম্বর দিয়ে ফোন করা হয়েছিল সেটির লোকেশন ট্র্যাক করে দেখা যায়, হুগলি থেকে ফোনটি এসেছিল। পাল্টা

চেয়ারম্যানকে দিয়ে প্রতারকদের টোপ দেয় পুলিশ। যে নম্বরে ফোন এসেছিল সেই নম্বরে চেয়ারম্যান ফোন করে তাদের দাবি মতো টাকা দিতে রাজি বলে জানিয়ে এমএলএ হস্টেলে ডাকেন ওই প্রতারকদের। এমএলএ হস্টেলে বিজেপি বিধায়ককে দিয়েই ইমরান শেখ নামে এক যুবক কোচবিহারের বিজেপি বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে-র ঘরটি বুক করেছিল।

এই ঘটনা প্রসঙ্গে বিধানসভাপ স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘একজন বিজেপি বিধায়কের সুপারিশেই ঘর দেওয়া হয়েছিল বলে জানতে পেরেছি। এমএলএ হস্টেলের অফিসিয়াল রেকর্ড থেকে তা জানানো হয়েছে। যাঁকে ঘর দেওয়া হয়েছিল তাঁর নাম, আধার কার্ড নম্বর সব রেকর্ড করা হয়েছে। আমাদের নিরাপত্তার দিক থেকে যতটুকু নেওয়ার আমরা নিই। কিন্তু এটা জানা থাকে না যে কার সুপারিশে কে ভিতরে ঢুকছেন। কেউ যদি অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ভিতরে ঢুকে থাকে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ যা ব্যবস্থা নেওয়ার আমরা নেব।’ এরপরই বিজেপি বিধায়কের সুপারিশ প্রসঙ্গে স্পিকার জানান, ‘আগে জানি তাঁর চিঠি, সুপারিশের বিষয়গুলি। সব দেখে তারপর সিদ্ধান্ত নেব।’

হিডকোর জমি বিক্রির প্রতারণায় ধৃত মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিউটাউনের হিডকোতে জমি বিক্রির নামে প্রতারণার শিকার একাধিক ব্যক্তি। এবার সেই ঘটনায় তদন্তে নেমে বিধাননগর কমিশনারেটের গোয়েন্দা দপ্তরের জালে এক মহিলা। বিধাননগর কমিশনারেট সূত্রে খবর, জয়শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বাস নামে ওই মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে বিধাননগর কমিশনারেটের গোয়েন্দা শাখার পুলিশ।

বিধাননগর কমিশনারেট সূত্রে খবর, জয়শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বাস নামে ওই মহিলাকে দমদম এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, একাধিক ব্যক্তিকে হিডকোর ভুয়ো জমি দেখিয়ে টাকা নিত সে। আর এই ভাবেই দীর্ঘদিন ধরে চলছিল একটি প্রতারণা চক্র। তদন্ত নেমে পুলিশ এও জানতে পারে, হিডকোর সরকারি জমি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে একাধিক

ব্যক্তির থেকে কয়েক কোটি টাকা প্রতারণা হাতিয়েছে জয়শ্রী দেবীর দল।

এর পাশাপাশি বিধাননগর কমিশনারেটের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, প্রতারণা মামলায় এর আগে বিধাননগর গোয়েন্দা শাখার পুলিশ দুজনকে গ্রেফতার করে। তাঁদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই অন্যতম পাণ্ডা এই জয়শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বাসের খোঁজ পায় পুলিশ।

পাসপোর্ট নিয়ে কড়া পদক্ষেপ কেপি’র

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাসপোর্ট নিয়ে আরও কড়া পদক্ষেপ নিল কলকাতা পুলিশ। পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের সময় যাতে কোনও সমস্যা না হয় বা কোনও বিষয় এড়িয়ে না যায় তা ভাল করে যাচাই করতে বলা হয়েছে। সূত্রে খবর, লালবাজারের তরফ থেকে এমনই নির্দেশ গেছে কলকাতা পুলিশের প্রতিটি থানার ওসির কাছে। একইসঙ্গে যিনি পাসপোর্টের জন্য আবেদন করছেন তার কোন অপরাধমূলক কেস আছে কিনা তাও গুরুত্ব দিয়ে দেখতে বলা হয়েছে।

এছাড়াও, পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের সময় ঠিকানার বিষয়টি যথাযথভাবে দেখার কথাও বলা হচ্ছে। কারণ, জালিয়াতি তদন্তে বারবার ঠিকনার হেরফের করার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। যদি কোনও ব্যক্তি ভাড়ায় থাকেন এবং সেই ঠিকানা ব্যবহার করেন তাহলে সেখান থেকে ভেরিফিকেশন করে মূল ঠিকানার থানাকে জানানো ও তথ্য সংগ্রহ করতে হবে বলেও জানানো হয়েছে লালবাজারের তরফে। প্রয়োজনে পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের সময় প্রদত্ত ঠিকানায় ডেপুটি কমিশনার পদমর্যাদা অথবা অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদমর্যাদার অফিসারকে গিয়ে দেখার কথাও বলা হচ্ছে। একইসঙ্গে থানার তরফে সমস্ত তথ্য পাসপোর্ট অফিসে দিয়ে দিতে হবে।

অন্যদিকে, পাসপোর্ট জালিয়াতি মামলায় সমরেশ বিশ্বাসকে এদিন পুলিশ হেফাজত শেষে আলিপুর আদালতে পেশ করা হয়। সমরেশের আইনজীবী জামিনের আবেদন করেন। পাল্টা জামিনের বিরোধিতা করে জেল হেফাজতের আবেদন জানায় সরকারি আইনজীবী। শেষ পর্যন্ত ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

মা উড়ালপুলে ২৪ ঘণ্টা চলবে বাইক, ঘোষণা নগরপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্ঘটনা রুখতে মা উড়ালপুলে বাইক, স্কুটি চলাচলের সময় বেঁধে দিয়েছিল কলকাতা পুলিশ। এবার সেই সময়সীমা তুলে দিল প্রশাসন। এবার থেকে মা ফ্লাইওভারে ২৪ ঘণ্টাই চলবে বাইক-স্কুটি। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই ঘোষণা কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মার।

সাংবাদিক বৈঠকে নগরপাল মনোজ ভার্মা এও জানিয়েছেন, মা ফ্লাইওভারে ২৪ ঘণ্টা বাইক, স্কুটি চলবে। তবে গাড়ির গতির দিকে কড়া নজর থাকবে। সীমা অতিক্রম করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এর পাশাপাশি নগরপাল এও জানান, ‘তথ্য প্রযুক্তি সংস্থার কর্মীরা অনেক রাতে ফেরেন। তাঁরা অনেকেই দু’চাকার গাড়ি ব্যবহার করেন। এছাড়া অনেকরকম জরুরি পরিস্থিতি থাকে। তাই ২৪ ঘণ্টা মা উড়ালপুল দিয়ে বাইক চলাচল করতে পারবে।’

এদিকে দিন দিন মা উড়ালপুলে বাইকারোহীদের দৌরাত্ম্য বাড়ছে। গতির নেশায় একের পর এক

দুর্ঘটনা ঘটছে। ২২ ডিসেম্বর সাতসকালে মা উড়ালপুলে দুর্ঘটনায় দুই বাইকারোহীর মৃত্যু হয়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে বাইক-সহ দুই আরোহী উড়ালপুল থেকে নিচে পড়ে যান। এর আগে উড়ালপুলে রাতে বাইক রেসিং চলত।

রেসিং রুখতে রাত ১০টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত বাইক নিষিদ্ধ করা হয়। নগরপালের এই সাংবাদিক বৈঠকের পর কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ সূত্রে জানানো হয়, সকাল ছয়টা থেকে বাইকগুলোতে ছাড় দেওয়া ছিল। এবার সেই বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হল। সারাদিনই বাইক চলবে উড়ালপুলে।

ভূগর্ভস্থ জল বিক্রিকাণ্ডে কঠোর পদক্ষেপ ফিরহাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজাবাজারে বেআইনিভাবে ভূগর্ভস্থ জল তুলে বিক্রি করা কাণ্ডে কঠোর পদক্ষেপ করল কলকাতা পুরসভা। কলকাতা পুরসভা থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, জল এবং স্বাস্থ্য বিভাগ অবিলম্বে এফআইআর করবে পুলিশের কাছে, এমনটাই জানিয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। একইসঙ্গে ফিরহাদ এও জানান, ‘এটা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। আমি ওয়াটার সাপ্লাইকে বলেছি। তার কারণ শুধু ওয়াটার সাপ্লাই না স্বাস্থ্য বিভাগের লোকজনকেও সেখানে যেতে হবে। একটা বেআইনি জিনিসকে নকল করে বিভিন্ন কোম্পানির নামে ব্যবসা করা হচ্ছে। এটা একটা বড় ক্রাইম।’ এরই পাশাপাশি ফিরহাদ এও জানান, ‘ইমিডিয়েট হেলথ এবং ওয়াটার সাপ্লাই গিয়ে এফআইআর করে লাইন কেটে দেবে। ডুপ্লিকেট বিক্রি করা হচ্ছে। আর এই এফআইআর করা হবে কারণ পুলিশ যাতে তদন্ত করে বের করতে পারে এর পিছনে দু-নম্বরি কোনও কিছু আছে কিনা।’ একইসঙ্গে ফিরহাদ এও জানান, এটা মানুষের জনস্বাস্থ্যের বিষয়।

এফআইআর করে পুলিশ যাতে অ্যারেস্ট করে সেটা দেখতে হবে।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি কলকাতা পুরসভার কাছে এক অভিযোগ আসে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের অধীনস্থ স্টেট ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টের কোনও অনুমতি ছাড়াই যন্ত্র বসিয়ে ভূগর্ভ থেকে জল তুলে বোতলে ভরে বিক্রি চলছে অবাধে। আর এমন কাজ কলকাতা পুরসভার ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত শিয়ালদা নর্থ রোডের হাজিপাড়ায় চলছে বছরের পর বছর। অভিযোগ পাওয়ার পরেই তদন্তের নির্দেশ দেন ফিরহাদ।

এই অবৈধ কারবারের বিষয়টি নজরে আনেন এলাকার তৃণমূল কাউন্সিলার শচিন সিং। কলকাতা পৌরসভার মাসিক অধিবেশনে মেয়রের নজরে বিষয়টি এনে ক্ষোভ প্রকাশ করেন কাউন্সিলর। অধিবেশন কক্ষে প্রকাশ্যে বলেছিলেন, ‘বারবার করে অবৈধ কারবারের কথা মেয়রের নজরে আনা হয়েছে। পুরসভার জল সরবরাহ বিভাগের নজরে আনা হয়েছে। কিন্তু কোন অদৃশ্য শক্তি ওই বেআইনি কারবার এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বাধা দিচ্ছে।’ অর্থাৎ, তিনি ঘুরিয়ে তিনি দলেরই উত্তর কলকাতার একাংশের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙ্গুল তোলেন। তা নিয়ে শুরু হয় চাপানউতোরও।

জুটমিলেও ‘থ্রেট কালচার’

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারের মধ্যস্থতায় ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হয়েছিল। এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও, রাজ্যের জুটমিলগুলোতে সেই ত্রিপাক্ষিক এখনও লাগু হয়নি। তাই বন্ধ জুটমিল খোলা, ত্রিপাক্ষিক চুক্তি লাগু-সহ একাধিক ইস্যুতে ধর্ণা কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল ২১টি শ্রমিক সংগঠন। ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী রাজ্যের প্রতিটি মিলের গেটে গত ২৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে অবস্থান বিক্ষোভ। সেই অবস্থান বিক্ষোভ চলবে আগামী ২ জানুয়ারি পর্যন্ত। শনিবার ভাটপাড়া রিলায়েন্স জুটমিল গেটের ধর্ণা মঞ্চে হাজির হয়ে সিটুর উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সম্পাদিকা গার্গী চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘কয়েকমাস ধরে বাংলায় থ্রেট কালচারের আবির্ভাব হয়েছে। সরকারি অফিস কিংবা পুরসভায় থ্রেট কালচার চলছে।’ তাঁর জোরালো দাবি, ‘এখন জুটমিলেও থ্রেট কালচার চলছে। শাসকদলের শ্রমিক ইউনিয়ন আইএনটিটিইউসি মালিক পক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মিলে থ্রেট কালচার চালাচ্ছে।

শ্রমিকরা নিজেদের বকেয়া পাওনা গন্ডার দাবি করলেই, তাদেরকে গেটের বাইরে করে দেওয়া হচ্ছে।’ বাম শ্রমিক নেত্রীর আরও দাবি, ‘জগদ্দলের বিধায়ক মিলে ঠিকাদারি চালাচ্ছেন। ফলে উনি মালিক পক্ষের সঙ্গে আছেন।’ প্রধান দাবি-দাওয়া নিয়ে সিটু নেত্রী গার্গী চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘বন্ধ চটকল খুলতে হবে। অবিলম্বে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি লাগু করতে হবে। শ্রমিকদের স্থায়ীকরণ করতে হবে। শ্রমিকদের বেতন বাড়াতে হবে। শ্রমিকদের কাজের নিরাপত্তা দিতে হবে।’ গার্গীর হুঁশিয়ারি, জানুয়ারি মাসের মধ্যে সরকার না ডাকলে তাঁরা কলকাতার রাজপথ অবরুদ্ধ করে দেবেন। ধর্ণা মঞ্চে এদিন হাজির ছিলেন সিটু নেতা অভি কর, সারাফৎ হোসেন, ইন্দ্রজিৎ সাউ-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বারাসতে খোঁজ মিলল জাল নথি তৈরির আস্তানার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মহম্মদ হাবিদুর রহমানকে জিজ্ঞাসাবাদের পর সামনে আসছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য, এমনটাই খবর পুলিশ সূত্রে। জাল নথি নিয়ে এই প্রথম ভারতে অনুপ্রবেশ করেননি তিনি।

এরপর তদন্তকারীরা এও জানতে পেরেছেন, গত প্রায় ১০ বছর ধরে ভারতে যাতায়াত ছিল তাঁর। সঙ্গে এ তথ্যও মিলছে যে, ২০১৭ সালে আধার কার্ড ও প্যান কার্ড বানান তিনি।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার রাতে পার্কস্ট্রিটের মার্কুইস্ট্রিট থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জানা যায়, ২৬ ডিসেম্বর জাল নথি নিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন তিনি। তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হয় আধার কার্ড ও প্যান কার্ড। এরপরই তদন্তে নেমে জানা যায়, উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত থেকে জাল আধার ও প্যান কার্ড তৈরি করেছিলেন আবিদুর। মধ্যমগ্রামের দেবগড় নামে একটি ঠিকানা ব্যবহার করে এই আধার কার্ড বানানো হয়। টাকার বিনিময়ে জাল নথি তৈরি করে দিয়েছিলেন, এমন কয়েকজনের নামও জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চলছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

সঙ্গে এ খবরও মিলেছে, কলকাতায় এক বছর ধরে থাকছিলেন আবিদুর। তবে এই এক বছরের মধ্যেই দুই-তিন মাস অন্তর অন্তর আস্তানা বদল করতেন। বন্দর এলাকার বিভিন্ন ঠিকানায় ছিলেন। শেষ ছিলেন খিদিরপুর এলাকায়। তবে কোনও ঠিকানা সুনির্দিষ্টভাবে তদন্তকারীদের বলতে চাইছেন না আবিদুর। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, পাকাপাকিভাবে ভারতে থেকে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল আবিদুর রহমানের। অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

এদিকে, জাল নথি তৈরিতে বারাসতের নাম ফের উঠে আসায় উদ্বেগ বাড়ছে।

বারাসত থেকে এর আগে পাসপোর্ট জালিয়াতি মামলায় সমরেশ বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করেছে কলকাতা পুলিশ। সমরেশের ছেলে রিপনও গ্রেপ্তার হয়েছিল এই বারাসত থেকেই। এবার সেই বারাসত থেকেই জাল আধার কার্ড বানানোর তথ্য পেল পার্কস্ট্রিট থানার পুলিশ।

‘সুবর্ণ পদক’ গবেষক সোমনাথ মুখোপাধ্যায়’কে

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে বীরভূম জেলার বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও গবেষক সোমনাথ মুখোপাধ্যায়-কে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন রিসার্চ স্যোসাইটির পক্ষ থেকে তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থ ‘সুবর্ণ সংগ্রহ বিদ্যাসাগরের’ জন্য সুবর্ণ পদক দিয়ে সম্মানিত করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সোমনাথ মুখোপাধ্যায় নীরবে জাতীয় এবং আঞ্চলিক ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের গবেষণায় দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছেন। বিভিন্ন গবেষণা পত্রে তাঁর প্রকাশিত গবেষণা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। যার ফলস্বরূপ ইতিপূর্বে তিনি আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা ও আর্কাইভস আকাদেমিয়া কর্তৃক ফেলোশিপ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। এদিন অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের প্রপৌত্রী দেবকন্যা সেন, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ড. সুজিত কুমার পাল, ড. বিমল কুমার থান্দার, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সুরঞ্জন মিদ্দে প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সম্পাদকীয়

দরিদ্র মানুষকে আগুন নামের অভিশাপ থেকে বাঁচাতে সময়মতো ব্যবস্থা নিতে হবে

গত কয়েক মাসে কলকাতায় বেশ কয়েকটি বড়সড় অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। এই বছর নভেম্বরে মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে কলকাতা পুলিশ এলাকায় নথিভুক্ত অগ্নিকাণ্ডের সংখ্যা ছিল ২৫টি। সারা বছরের হিসাব ধরলে এবং অগ্নিকাণ্ডের স্থানগুলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, বিষয়টি নিয়ে সর্ব স্তরে এখনও সচেতনতার প্রবল অভাব রয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের তালিকায় বস্তি এলাকা থেকে বহুতল, হাসপাতাল, বাজার, শপিং মল; বাদ ছিল না কিছুই। এবং অব্যবস্থার নিরিখে কোনও অঞ্চলই পিছিয়ে নেই। বস্তি এলাকায় বড় সমস্যা; সঙ্কীর্ণ পরিসরে বহু মানুষের বসবাসের বিষয়টি। ফলে, ক্ষণিকের অসাবধানতা বিরাট ক্ষতির পথ করে দেয় সহজেই। ধূপকাঠি, উনুন, মোমবাতি, মশার ধূপ থেকে লাগা আগুন মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে মূলত সহজদাহ্য পদার্থ দিয়ে তৈরি ঘরগুলিতে। অন্য দিকে, যাতায়াতের পথ অত্যন্ত সরু হওয়ার কারণে দমকলের গাড়ি প্রবেশে অসুবিধা দেখা দেয়। পূর্ণ প্রস্তুতি-সহ কাজ শুরু করতে গিয়ে নষ্ট হয় বহু মূল্যবান সময়। কিন্তু সমস্যা শুধু বস্তি এলাকার নয়। হাসপাতাল, বড় ও পুরাতন বাজার এলাকা, এমনকি শপিং কমপ্লেক্সও অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধের প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অগ্নিকাণ্ড ঘটে যাওয়ার পরে দেখা যায়, অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থার নামে যা মজুত রাখা আছে, তা কাজ করে না, আপৎকালীন সিঁড়ি ভর্তি হয়ে থাকে আবর্জনায়, ঘরের ভিতরে কোনও সুরক্ষাব্যবস্থা ছাড়াই জমা থাকে দাহ্যপদার্থ। এমতাবস্থায় দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণ করে প্রাণহানি এবং অন্য ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকাও প্রশ্নাতীত নয়। প্রায়শই পুলিশ-দমকলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, অগ্নিকাণ্ড রোধে শহরের বিভিন্ন স্থানে উপযুক্ত ব্যবস্থার কথা। কার্যক্ষেত্রে তার ক'টি চোখে পড়ে? যথাযথ অগ্নিসুরক্ষা ব্যবস্থা না থাকলেও নির্মাণগুলিকে ছাড়পত্র দেওয়া, বড় বাজারগুলিতে পরিদর্শনের অভাব, দমকলের দেরিতে আসার অভিযোগ; এগুলিকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়ার উপায় নেই। যেমন উড়িয়ে দেওয়ার উপায় নেই বস্তির জমি উদ্ধারে আগুন 'লাগিয়ে দেওয়া'র তত্ত্বও। মনে রাখতে হবে, দরিদ্রের কাছে আগুন অভিশাপস্বরূপ। সেই অনিশ্চয়তা থেকে তাঁদের বাঁচাতে অবিলম্বে নির্বিকার মনোভাব এবং লোভ ঝেড়ে ফেলে সার্বিক পরিকল্পনার প্রয়োজন।

শব্দবাণ-১৪৬

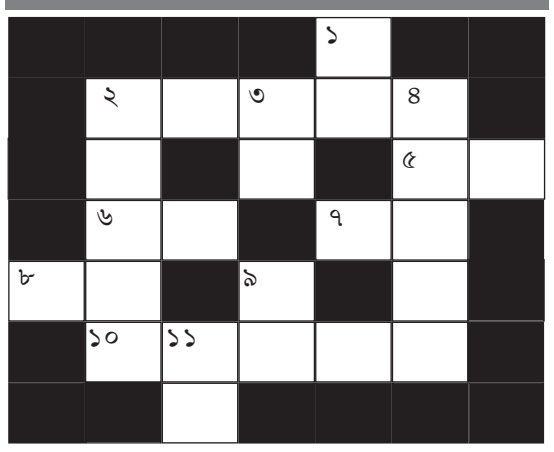

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. একটু-আধটু ৫. অহংকার ৬. তীর, কূল ৭. আড়ি নয় ৮. শুশ্রূষা ১০. বিষ্ণুপুরের সুবিখ্যাত কামান।

সূত্র—উপর-নীচ: ১.মহৎ ২. শংকরাচার্য প্রতিষ্ঠিত এক দার্শনিক মত ৩. পরমেশ্বর, ভগবান ৪. পরিবর্তন ৯.পুঁজি ১১. এখানে সোনা সস্তা।

সমাধান: শব্দবাণ-১৪৫

পাশাপাশি: ১. অবস্থা ৩. পরিখা ৫. শবর ৬. নম্বর ৭. বাসক ৯. সজাগ ১১. ইজের ১২. রসাল।

উপর-নীচ: ১. অবশ ২. স্থাবর ৩. পতন ৪. খাবার ৭. বালাই ৮. কবর ৯. সত্বর ১০. গজল।

জন্মদিন

আজকের দিন

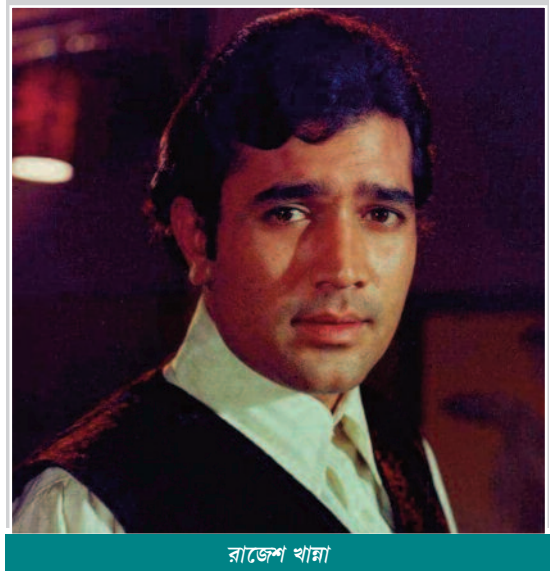

রাজেশ খান্না

১৯৪২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা রাজেশ খান্নার জন্মদিন।*
১৯৫২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী যোগিতা বালির জন্মদিন।*
১৯৭৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী টুইঙ্কল খান্নার জন্মদিন।*

সাইলেন্ট সর্দারজী

তন্ময় সিংহ

'আমি প্যারাস্যুটে নামিনি। লিফটে উঠিনি। সিঁড়ি ভেঙে উঠেছি।'

অধুনা পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বারবার ব্যবহার করা এই জনপ্রিয় শব্দবন্ধ যদি কারো ক্ষেত্রে সর্বাধিক উপযুক্ত হয়ে থাকে তিনি ভারতীয় রাজনীতির সর্দারজী ডঃ মনমোহন সিংহ। শুভেন্দু অধিকারীর ক্ষেত্রে তবুও পিতা শিশির অধিকারীর রাজনৈতিক উত্তরাধিকার, তাকে সাপ লুডোর খেলাতে সব সময় রক্ষা করে সিঁড়ি ভেঙ্গে এগিয়ে দিয়েছে অন্তত রাজ্য স্তরে সফলতার দিকে। কিন্তু দেশভাগের পর দেশ ছাড়া মনমোহন সিংহয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক উপদেষ্টা থেকে দেশের দুবারের প্রধানমন্ত্রী, প্রত্যেকটা পদক্ষেপ তার নিজের কৃতিত্বে এবং ব্যক্তিগত দক্ষতায় শিক্ষা জগৎ থেকে এসে হাসিল করা রাজনীতির রণাঙ্গনে বিজয়ীর শিরোপা। তার মৌন থাকা নিয়ে যত ক্ষ্মমিমক্ষ্ম ই তৈরি হোক না কেন, এই অজাত শত্রুর কৃতিত্ব নিয়ে যে কোনো পক্ষই সন্দিহান ছিল না, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ তাকে মৌন বলে বিরোধীদের কোপে পড়া এই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ নিতে মাঝে মাঝে ফোন করতেন, তৎকালীন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জানানো শ্রদ্ধার্ঘ্য।

আসলে আমরা যাকে মৌন হিসেবে দেখেছি, বা মোবাইল পরবর্তী ভারতে আইটি সেল যার দক্ষতা নিয়ে মিম তৈরি করে এই চরিত্রটিকে উপহাসের পাত্র করার চেষ্টা করেছে, হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটি গবেষকরা এক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার আখ্যা দিয়েছেন, তিনি কিন্তু রাজনীতির প্রত্যেকটি ধাপ অতিক্রম করে এই জায়গায় পৌঁছেছিলেন। হয়তো জননেতা এবং বক্তা হিসেবে তিনি তাঁর পূর্বসূরী এবং উত্তরসূরীর তুলনায় মিয়ম্রান। কিন্তু শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং সফলভাবে দক্ষতার সাথে ভারতকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বনির্ভর করার জন্য স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে তিনি একক কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন, তার দূরদর্শী সিদ্ধান্ত গুলির জন্য। তাঁর আমলেই ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার সর্বাধিক নয় শতাংশে পৌঁছায় এবং ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নশীল দেশের শিরোপা পায়। প্রথম ইউপিএ সরকারের আমলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার থেকে দ্বিতীয় ইউপি সরকারের আমলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অনেক বেশি ছিল এবং তিনি ২০১৪ এর লোকসভা নির্বাচনের পূর্বেই ঘোষণা করেছিলেন, যে এবার তিনি প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নন। আসলে ওই সময় আইটি সেল, ফেক নিউজ ও হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে ধারণা ও অভিজ্ঞতা কম থাকায় এবং বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়াই তাঁর আমলের সমস্ত ভালো কাজ নির্বাচনের ময়দানে আলোচিত হয়নি। হাসির খোরাক হতে হয়েছিল সর্দার জী কে। প্রণব মুখোপাধ্যায় কে রাজনীতি ত্যাগ করিয়ে রাষ্ট্রপতি করে দেওয়া ও রাহুল গান্ধীর কিছু ব্যক্তিগত ভুল ও আবেগী সিদ্ধান্তের মূল্য দিতে হয়েছিল ইউপিএ টু কে।

ভারতের প্রথম অহিন্দু প্রধানমন্ত্রী অর্থাৎ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মনমোহন সিংহ পরাধীন ভারতে অধুনা পাকিস্তানের অন্তর্গত পাঞ্জাবের গাহ তে জন্ম নেন। সর্দারকে দেশভাগের সময় অমৃতসরে চলে আসতে হয়। শৈশবের মাকে হারানোর ক্ষত, কৈশোরে জন্মভূমি হারানোর ক্ষত নিয়ে বড় হতে থাকা মনমোহন সিংহ শোনা যায় কোনদিন পরীক্ষাতে দ্বিতীয় হননি। ১৯৫২ ও ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী পান মনমোহন। এরপর ইংল্যান্ডের বিখ্যাত কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট জোনস কলেজে পড়াশোনা করতে গিয়ে ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ তে রাইটস পুরস্কার পান এবং ১৯৬২ তে অক্সফোর্ড থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী পান মনমোহন। আজও তার নামে ছাত্র বৃত্তি চালু আছে সেন্ট জোনস কলেজে। প্রাথমিকভাবে রাষ্ট্রপুঞ্জের কাজে যুক্ত হয়ে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে চলে আসেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ করার জন্য। গুরুশরন কাউরকে বিবাহ করেন তিন সন্তানের জনক মনমোহন।

ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাসে পরিবর্তন এবং যুগান্তকারী অধ্যায় সূচনা করেছিলেন মনমোহন সিংহ। শুধুমাত্র অর্থমন্ত্রী হিসেবেই তার স্থান ভারতবর্ষের স্বাধীনতাত্তোর ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর বর্ণময় ক্যারিয়ারের সূচনা করেছিলেন ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা হিসেবে ১৯৭২ এরপর অর্থ ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব হন ১৯৭৬ এ। পরবর্তীকালে ১৯৮২ তে রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর হয়ে। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত তিনি ভারতের যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৮৭ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত সাউথ কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি ছিলেন জেনেভা তে। ১৯৯০ দেশে ফিরে অ কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ এর আর্থিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ শুরু করেন। ১৯৯১ এ ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশনের চেয়ারম্যান থাকতে থাকতেই মোড় ঘুরে যায় মনমোহন সিংয়ের ক্যারিয়ারের। শিক্ষাবিদ থেকে রাজনীতিবিদ হিসেবে নতুন ইনিংস সূচনা করেন নরসিমা রাওয়ের এক রাতের টেলিফোনে, ওই সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসেবে ওই বছরের জুন মাস থেকে।

ভারতের অর্থনীতির মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া ঘটনা অর্থাৎ মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রচলন করেন মনমোহন সিংহ। লাইসেন্স রাজ ব্যবস্থার অবলুপ্তি দেশে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ নিয়ে আসে, সরকারি বিভিন্ন সংস্থাকে বেসরকারিকরণ করা শুরু হয়। এই সময় থেকে রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে তিনি কার্যক্রম শুরু করেন। বাজপেয়ী সরকারের আমলে তিনি রাজ্যসভায় বিরোধী দলনেতা ছিলেন। ২০০৪ এর নির্বাচনে 'সাইনিং ইন্ডিয়া' স্লোগান নিয়ে দ্বিতীয়বার ক্ষমতার দখল নিতে চাওয়া বিজেপির আকস্মিক পরাজয়ের ফলে কংগ্রেস লোকসভার সর্বাধিক সাংসদের দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বিদেশিনী ইস্যু নিয়ে জর্জরিত সোনিয়া গান্ধী কংগ্রেসকে নেতৃত্ব দিয়ে ক্ষমতায় আনলেও দেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিতে চাননি। সেই সময়কার দুজন বাগ্মী নেতা প্রণব মুখোপাধ্যায় ও মনমোহন সিংহের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দে প্রধানমন্ত্রী হন মনমোহন সিংহ। রাজনীতির অঙ্গনে শুরু হয় বিরোধীদের নতুন প্রচার সুপার প্রাইম মিনিস্টার। ব্যক্তিগত জীবনে মিতভাষী মনমোহন সিংহের দশ বছরের প্রধানমন্ত্রীত্বে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল ভারতবর্ষের আর্থিক সংস্কার এবং পারমাণবিক চুক্তি। ২০০৮ এর বিশ্বব্যাপী মন্দার গ্রাস ভারতকে ছুঁতে দেননি, বরং ৯ এর কাছাকাছি বৃদ্ধির হার নিয়ে ভারতের অর্থনীতি বিশ্বের দ্বিতীয় দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতি হিসেবে এগিয়ে গেছেন।

অটল বিহারী বাজপেয়ীর সরকারের চাঙ্গা অর্থনীতির সুফল তুলে প্রথমেই "MGNREGA" চালু করে ফায়দা তুলে সিপিএম। প্রথম ইউপিএ সরকারের শেষ আমলে মুলায়ম সিংহ যাদবকে সাথে নিয়ে প্রকাশ কারাট আমেরিকার সাথে পারমাণবিক চুক্তি আটকাতে ছিলেন বদ্ধপরিকর। প্রণব মুখার্জি সরকারে পদাধিকারী হিসেবে জুনিয়র হলেও, তিনি কংগ্রেসের চিরাচরিত ক্রাইসিস ম্যান ও মনমোহন সিংয়ের স্যার। নিজের বাসভবনে প্রকাশ কারাত ও সীতারাম ইয়েচুরিকে তিনি অনুরোধ ও নিষেধ করেন পরমাণু চুক্তি নিয়ে জেদ করে সমর্থন তুলে না নেওয়ার জন্য। সর্দার জী বদ্ধপরিকর দেখে, প্রণব জানান যে এর ফলে আগামী বিধানসভায় সমস্যায় পড়বে সিপিএম। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গের থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ হিসেবে ছিলেন একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর ২০০৯ এর লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের সাংসদ সংখ্যা বেড়ে হয় ১ থেকে ১৮ এবং ২০১১ তে পশ্চিমবঙ্গে ৩৫ বছরের পুরনো বাম সরকারের পতন ঘটে। যার অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছিল জুলাই মাসের ৯ তারিখে ইউপিএ টু থেকে সমর্থন তুলে নেওয়া প্রকাশ কারাটের আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। সর্দারজীর দৃঢ় সিদ্ধান্তে বাধা হয়ে বামফ্রন্টের অন্তর্জলী যাত্রাতে সীলমোহর দিয়েছিলেন প্রকাশ কারাট। যা পরবর্তীতে আরেকবার ঐতিহাসিক ভুল হিসেবে গণ্য হবে। মনমোহন সিংহ এপিজে আবদুল কালামের মাধ্যমে মুলায়ম সিংহ যাদব কে বোঝাতে সমর্থন হবেন, দরকারের সময় মমতা ব্যানার্জির তৃণমূল পাশে আসবে এবং বিজেপির থেকেও ১০ জনের মতো সাংসদ ক্রস ভোটিং করে লোকসভায় সর্দারের উঁচু মাথা অক্ষুন্ন রাখবে বিশ্বের দরবারে। আমেরিকার সাথে ঐতিহাসিক পারমাণবিক চুক্তিতে সই করবে ভারত। সোনিয়া গান্ধী সুপার প্রাইম মিনিস্টার, ম্যাডাম প্রাইম মিনিস্টার নির্দেশ ছাড়া ঘাড় হেলাতে পারতেন না মনমোহন, এইসব একগুচ্ছ অভিযোগ নিয়ে ২০১৪এর ২৬ শে মে শেষ বারের মতন দিল্লির প্রধানমন্ত্রী দপ্তর থেকে বেরিয়ে যান এই সাইলেন্ট সিংহ। তারপর থেকে কয়েকবার মুখ খুলেছেন তিনি। শুধু সমালোচনা নয়, আর্থিক নীতি নিয়ে তার পরামর্শ দিয়েছেন পরবর্তী সরকারকে। দৃপ্ত ভাষায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন 'নোট বন্দী' ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি ভারতীয় অর্থনীতিতে বিপর্যস্ত করবে। তাই কাগজে-কলমে যাই হোক না কেন ভারতীয় অর্থনীতি সেই সময় থেকে আর অগ্রগতির রাস্তায় চলতে পারেনি, কোভিড এসে বিশ্বব্যাপী মন্দার আঁচে সমস্ত ভারতবর্ষকে গ্রাস করেছে। একদা পেট্রো পণ্য ও গ্যাসের দাম তার আমলে বাড়ার জন্য দিল্লির বুকে ধর্নায় বসা নেত্রীরা পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যেই গ্যাসের দাম আড়াই গুণ বাড়িয়ে এক হাজারে পেট্রোলের দাম ১০০ পার করে দিয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর বিশ্ব জুড়ে আসা শোকবার্তায় তাই বারবার ছুঁয়ে গেছে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মনমোহন সিংয়ের প্রাজ্ঞতার কথা। আইটি সেলের আজ অন্তত একবার স্মরণ করা উচিত এই সাইলেন্ট সিংহ ২০০৮ সালে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার গ্রাস থেকে ভারতকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন সাইলেন্ট সর্দারজী তাঁর মস্তিষ্কের গর্জন দিয়ে।

ভারতের অর্থনীতির মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া ঘটনা অর্থাৎ মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রচলন করেন মনমোহন সিংহ। লাইসেন্স রাজ ব্যবস্থার অবলুপ্তি দেশে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ নিয়ে আসে, সরকারি বিভিন্ন সংস্থাকে বেসরকারিকরণ করা শুরু হয়। এই সময় থেকে রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে তিনি কার্যক্রম শুরু করেন। বাজপেয়ী সরকারের আমলে তিনি রাজ্যসভায় বিরোধী দলনেতা ছিলেন। ২০০৪ এর নির্বাচনে 'সাইনিং ইন্ডিয়া' স্লোগান নিয়ে দ্বিতীয়বার ক্ষমতার দখল নিতে চাওয়া বিজেপির আকস্মিক পরাজয়ের ফলে কংগ্রেস লোকসভার সর্বাধিক সাংসদের দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বিদেশিনী ইস্যু নিয়ে জর্জরিত সোনিয়া গান্ধী কংগ্রেসকে নেতৃত্ব দিয়ে ক্ষমতায় আনলেও দেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিতে চাননি। সেই সময়কার দুজন বাগ্মী নেতা প্রণব মুখোপাধ্যায় ও মনমোহন সিংহের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দে প্রধানমন্ত্রী হন মনমোহন সিংহ।

মালতীপুরে অগ্নিদগ্ধ মহিলার মৃত্যুর তদন্তে গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালতীপুরের আমবাগান থেকে অগ্নিদগ্ধ মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া স্টেশন থেকে এক যুবককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। পরকীয়া সম্পর্কের জেরেই ওই মহিলাকে নৃশংসভাবে খুন করে থাকতে পারে বলে অনুমান পুলিশের। শুক্রবার রাত দুটো নাগাদ কলকাতাগামী ডাউন - রাধিকাপুর এক্সপ্রেসের জেনারেল কামরা থেকেই ওই যুবককে গ্রেপ্তার করে কাটোয়া পুলিশ। ধৃতকে মালদা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ।

এদিকে শনিবার অগ্নিদগ্ধ ওই মহিলার দেহ উদ্ধারের পর তদন্তে পৌঁছয় তিনজনের একটি ফরেনসিক দলের অফিসারেরা। এদিন ফরেনসিক দলের তদন্তকারী কর্তা দীপক রায় জানিয়েছেন, ওই মহিলার দেহের সমস্ত অংশ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। পুড়ে যাওয়া কিছু শরীরের অংশ নমুনা হিসেবে সংগ্রহ করা হয়েছে। ওই মহিলাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে কিনা সেটি পরীক্ষার পরেই বলা সম্ভব। এদিকে ওই মহিলার নাম পরিচয় শনাক্ত করেছে পুলিশ। ৪০ বছর বয়সি ওই মহিলার বাবার বাড়ি চাঁচল থানার দক্ষিণ শহর এলাকায়। ১২ বছর আগে ওই মহিলার বিয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ এলাকার এক দিন মজুরের সঙ্গে। তার নাবালক দুই ছেলে এবং এক মেয়ে রয়েছে। দেড় বছর আগে ওই মহিলার স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটে। এরপর বাবার বাড়িতে থাকতেন ওই মহিলা । মাঝেমধ্যে ভিন রাজ্যে কাজ করতে যেতেন। অভিযুক্ত আবু তাহের ওই মহিলার শ্বশুর বাড়ির পাশাপাশি এলাকায় থাকে। দীর্ঘদিন আগে তাদের মধ্যে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। কিন্তু কয়েক মাস ধরে বাবার বাড়িতে থাকাকালীন ওই মহিলা অভিযুক্ত আবু তাহেরকে পাত্তা দিচ্ছিল না। এছাড়াও একাধিক যুবকের সঙ্গে ওই মহিলার পরকীয়া সম্পর্ক ছিল বলেও প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে পুলিশ। আর সেটা থেকেই হয়তো ধৃত আবু তাহের বদলা নিতেই এই খুনের ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে বলেও অনুমান পুলিশের। তবে ওই মহিলাকে রাতের অন্ধকারে খুন করা হয়েছে। কুপিয়ে খুন করার পর খড়ের গাদায় দেহ রেখে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। যেখানে ওই মহিলার অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধার হয় তার আশেপাশে একটি ধারালো রক্তমাখা ছুরি, একজোড়া মহিলাদের জুতো এবং একটি ক্যারিব্যাগ উদ্ধার হয়েছিল। ব্যাগের মধ্যে থাকা আধার কার্ডের সূত্র ধরেই ওই মহিলার বাড়িতে তদন্তে যায় পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, রতুয়া থানার সামসি স্টেশনে সিসি ক্যামেরা ফুটেজ দেখে জানা গিয়েছে বৃহস্পতিবার আবু তাহের নামে ওই যুবকের সঙ্গে সন্ধ্যায় স্টেশনে ঘোরাফেরা করছিল এই মহিলাটি। এরপর স্টেশন থেকে তারা দু'জনে বেরিয়ে যায়। এরপর রাত বারোটা নাগাদ আবু তাহেরকে একা স্টেশনে দেখা যায়। তখন সে ডাউন রাধিকাপুর ট্রেনের জেনারেল কামড়ায় ওঠে। এতে সন্দেহ আরো বেড়ে যায় পুলিশের। যেহেতু মৃত মহিলার প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ থেকে কাটোয়া যাওয়ার জেনারেল টিকিট উদ্ধার হয়েছিল, তাই কাটোয়া সেটি অনুমান করে পুলিশ কাটোয়া পুলিশকে আগাম জানিয়ে দেয়। এরপরে এদিন রাত দুটো নাগাদ ওই যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, খুনের মোটিভ দেখে মনে হচ্ছে পরকীয়াজনিত কারণ। তবে আবু তাহেরকে আপাতত সন্দেহের বশে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মধ্যমগ্রামকে পরিবেশ বান্ধব গড়ে তোলার আশ্বাস

পরিবেশ মেলার উদ্বোধনে প্রতিশ্রুতি সাংসদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: উইন্ড মিল ও পাম্প স্টোরেজ সিস্টেম বসিয়ে মধ্যমগ্রামকে পরিবেশ বান্ধব গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিলেন বারাসাতের চতুর্থ বারের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। বিদেশের ধাচে পরিবেশ রক্ষায় উদ্যোগী সাংসদ। মধ্যমগ্রামে পরিবেশ মেলায় এমনই প্রতিশ্রুতি দেন সাংসদ।

১৯ তম পরিবেশ সচেতনতা মেলা ২০২৪-২০২৫ এর উদ্বোধন হল শনিবার। মেলার উদ্বোধন করেন রাজ্যের পরিবেশ মন্ত্রী চন্দ্রীমা ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন বারাসাতের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়, রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী ও স্থানীয় বিধায়ক রথীন ঘোষ, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক শাহাজী সহ অন্যান্যরা। মধ্যমগ্রাম চৌমাথার নেতাজি সুভাষ ময়দানে শনিবার থেকে আগামী বুধবার পর্যন্ত চলবে। এই ৫ দিনে মেলায় ৪০টি স্টল বসেছে। এদিন মধ্যমগ্রাম পুরসভার উদ্যোগে দুটি পরিবেশ সম্পর্কিত বইয়ের উদ্বোধন করা হয়। এদিন ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মৃত্যুতে এক মিনিট নিরবতা পালন করে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, এই মুহূর্তে পরিবেশ সচেতনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে অত্যন্ত উদাসীন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবেশ রক্ষায় অত্যন্ত উদ্যোগী। তিনি বারবার পরিবেশ সচেতনতা বাড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন। সেখানে দাঁড়িয়ে এই পরিবেশ মেলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি এই মেলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক রথীন ঘোষ ও তার যোগ্য উত্তরসূরী নিমাই ঘোষকে ধন্যবাদ জানাই। ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার বলেন, আপনারা নিজেরা পরিবেশ নিয়ে ভাবেন বলেই আপনারা পরিবেশ মেলা করেন, এটা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই পরিবেশ সচেতনতা মেলা আরও বেশি করে হওয়া উচিত বলে জানান কাকলি ঘোষ দস্তিদার। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে আমাদের প্রাকৃতিক শক্তিকে ব্যবহার করতে হবে। পাশাপাশি তিনি প্রতিশ্রুতি দেন উইন্ড মিল ও পাম্প স্টোরেজ সিস্টেম বসিয়ে মধ্যমগ্রামকে পরিবেশ বান্ধব গড়ে তোলার। এর ফলে বিদ্যুৎ পেতে কয়লা পোড়াতে হবে না। ফলে দূষণের পরিমাণ কমবে। সেই সঙ্গে তিনি প্রতিটি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সোলার প্যানেল লাগানোর জন্য আবেদন করতে বলেন। রথীন ঘোষ বলেন, আমরা চেষ্টা করছি মানুষের মধ্যে পরিবেশ সম্পর্কে আরও সচেতনতা বাড়াতে।

UNITY Small Finance Bank

ইউনিটি স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস : বসন্ত লোক, বসন্ত বিহার, নিউ দিল্লি - ১১০০৫৭
কর্পোরেট অফিস : সেন্ট্রাম হাউস, বিদ্যানগরী মার্গ, কালিনা, সান্তাক্রুজ (ই), মুম্বই - ৪০০ ০৯৮

দাবি নোটিশ ১৩(২) অধীন

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ("আইন") এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ("রুলস") সংস্থান অধীনে
ইউনিটি স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড ("ব্যাঙ্ক") অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক রুল ৩ এর সাথে পঠিত আইনের ১৩(১২) ধারার অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, আইনের ১৩(২) ধারার অধীনে দাবি নোটিশ (গুলি) জারি করেছেন, নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাদেরকে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট নোটিশে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। যেহেতু কিছু নোটিশ (গুলি) পোস্টাল মন্তব্য অনুসারে পরিবেশিত হয় না, তাই যে নোটিশ(গুলি) ঋণগ্রহীতাদের কাছে পরিষেবার বিকল্প পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থাৎ সংবাদপত্রে প্রকাশের মাধ্যমে জানানো হচ্ছে।

ক্রম নং	লোন অ্যাকাউন্ট বিস্তারিত	জামিনদত্ত সম্পদ
১	ঋণগ্রহীতা(গণের) নাম : ১) এ টি ভ্যারাইটি স্টোর (ঋণগ্রহীতা), ২) সাহাবুদ্দিন মোল্লা (সহ ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা), ৩) রেশমা পারভিন (সহ ঋণগ্রহীতা) মঞ্জুরিকৃত তারিখ : ২৮/০৩/২০২২ লোন অ্যাকাউন্ট নং : CFSLKOLLOAN000005002492 ঋণ পরিমাণ : ১০,০০,০০০.০০ টাকা এনপিএ তারিখ : ০৩/১২/২০২৪ দাবি নোটিশের তারিখ : ০৯/১২/২০২৪ (প্রেরনের তারিখ : ১৩/১২/২০২৪) দাবি নোটিশ পরিমাণ : ৭,১৮,০২৪.৬৪ টাকা (সাত লাখ আঠারো হাজার চব্বিশ টাকা এবং চৌষট্টি পয়সা) ০৯/১২/২০২৪ অনুযায়ী এবং সুদ এবং অন্যান্য শুল্ক।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৬ ডেসিমেল কমবেশি মৌজা : খাসবালান্দা, জেএল নং ৬৩, তৌজি নং ২৩, এলআর খতিয়ান নং ২৮১৩, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৪৪২, থানা : হাড়োয়া স্থানীয় খাসবালান্দা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি : (বন্ধকদত্ত নথি অনুযায়ী) : পূর্বে : মামুদ তেলির সম্পত্তি পশ্চিমে : এবাদাত এবং তেরি সময়ের সম্পত্তি উত্তরে : মহ সফিক এর সম্পত্তি দক্ষিণে : আবদুল সাত্তার এবং মফিজুল হকের সম্পত্তি।

৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উপরোক্ত বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে, নিম্নস্বাক্ষরকারীকে আইনের বিধানের অধীনে উপরোক্ত সুরক্ষিত সম্পদ দ্বারা আদায় করতে বাধ্য করা হবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আইনের ধারা ১৩(১৩) অনুযায়ী, আপনি এখানে উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পদের কোনো লেনদেন বা হস্তান্তর করতে পারবেন না, তা বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনো উপায়ে যাই হোক। এই বিধানের কোন লঙ্ঘন একটি অপরাধ এবং আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য।
ঋণগ্রহীতারা চাইলে দাবি নোটিশের অনুলিপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে পেতে পারেন এবং অফিসের স্বাভাবিক সময়ে যেকোনো কর্মদিবসে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে তা সংগ্রহ করতে পারেন।

স্থান - পশ্চিমবঙ্গ
তারিখ - ২৯.১২.২০২৪

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার
ইউনিটি স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

पंजाब नैशनल बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. Of India Undertaking)

সার্কেল সস্ত্র কলকাতা পশ্চিম, ৫ম তল, ইউনাইটেড টাওয়ার, ১১ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন - ০৩৩ ২২৩১ ৩৮৬৬/২২১০-৫১৮৮, ইমেল : cs4479@pnb.co.in

পরিশিষ্ট - IV [রুল ৮(১)] দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ/গুলি ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি(সমূহ) স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের** সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ফিনান্সিং শাখার নাম / অ্যাকাউন্ট নাম	ডিরেক্টরগণের নাম	স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	দাবি নোটিশের তারিখ	দখল নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ
১.	শেক্সপিয়র সরণি (পিএনবি) শাখা / মেসার্স ক্যানভাস প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড	ক) শ্রী রাজ কুমার সিং খ) শ্রী কৃষ্ণ কান্ত কুমার সিং	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট, দোতলায়, পরিমাণ ৬০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি , ২ রুম, ১৪ কিচেন, ১ টয়লেট এবং এক বারান্দা/ করিডর এবং গ্যারাজ স্পেস একতলায় পরিমাণ ১৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি এবং তিনতলা ভবনের টেরেসের ভোগ দখলের অধিকার এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১এ, কালীঘাট পার্ক (দক্ষিণ), পো : কালীঘাট, থানা : কালীঘাট, কলকাতা : ৭০০০২৬, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ০৮৪ অধীন, বিক্রয় দলিল নং ১-১৯০২০৪৯৩৮-২০২০ সালের। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ২০ ফুট চওড়া কালীঘাট পার্ক (দক্ষিণ) রোড, দক্ষিণে : প্রয়াত তরুলতা মিত্র এর প্রেমিসেস (১সি); পূর্বে : প্রয়াত শরৎ মিত্র এর প্রেমিসেস (১বি); পশ্চিমে : অ্যাসবেস্টস শেড গারাজ।	০৪.১০.২০২৪	২৩.১২.২০২৪	**৯৩,৪৪,৫৯৫.৯৩ টাকা (তিরানব্বই লাখ চুয়াল্লিশ হাজার পাঁচশ পঁচানব্বই টাকা এবং তিরানব্বই পয়সা)** পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ আদায়দান পর্যন্ত

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
তারিখ : ২৩.১২.২০২৪
স্থান : কলকাতা

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - টোপাজ কয়াল, ই-মেল আইডি -sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ৯৬৭৪৭১৭৭৩৭

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** এবং 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ৩০.০১.২০২৫
নিলামের সময় - দুপুর ১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সম্পদের বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য / খ) ইএমডি ১০ শতাংশ / গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**অশোক বেরা** পিতা ফনীভূষণ বেরা **ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ৪এ, ৪র্থতলে,(পুরানো ২/১৯৫এ, বিজয় গড়), বর্তমানে ৭৪/২/২৫৫, শ্রীরামঠাকুর রোড, থানা : যাদবপুর, কলকগাতা : ৭০০০৩২ এবং ২/১২৯ডি, বিজয়গড় কলোনি, বিজয়গড় মার্কেট, যাদবপুর, কলকাতা ৭০০০৩২।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ১৩ বছরের পুরানো স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ৪এ, এবং পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৩০ বর্গফুট মোজাইক মেঝে, দুই বেডরুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং, এক কিচেন, দুই টয়লেট এবং এক বারান্দা অবস্থিত চতুর্থ তলে, (সামনের অংশে) চারতলা ভবনে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত সংশ্লিষ্ট ফিটিংস এবং ফিক্সচার সহ অবস্থিত ই পি নং ৩৯১, এস পি নং ৫৬৯, সিএস প্লট নং ১৯২২(অংশ) এবং ১৯৩০(অংশ) মৌজা : আরকপুর, জেএল নং ৩৯, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ডাক ঠিকানা ২/১৯৫এ, বিজয়গড়, কেএমসি প্রেমিসেস নং ৭৪/২/২৫৫, শ্রী রাম ঠাকুর রোড, থানা : যাদবপুর, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৯৬, বোরো ১০, কলকাতা ৭০০০৩২। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ :** উত্তরে : ৬ ফুট চওড়া সড়ক ; দক্ষিণে : ১৬ চওড়া সড়ক পূর্বে : অন্যান্যর সম্পত্তি ; পশ্চিমে : অন্যান্যর সম্পত্তি। **সম্পত্তি অশোক বেরার নামে,** উল্লেখ্য দলিল নং ১৬০৫০২৩৬১-২০১৯ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, পৃষ্ঠা ৮৪২০৬-৮৪২৪০, ভলুম নং ১৬০৫-২০১৯, এডিএসআর আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের প্রতীকী স্বত্ব দখলীকৃত**	**১৮,০৯,১০৭.৮০ টাকা (আঠার লাখ নয় হাজার একশ সাত টাকা এবং আশি পয়সা) ০২.০১.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ	ক) ২৮,০৫,০০০.০০ টাকা খ) ২,৮০,৫০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৭৭৩৭ ৯৬৭৪৭১১৫২০ **পর্যবেক্ষণের তারিখ ২৪.০১.২০২৫**
২	ঋণগ্রহীতা : **মহ তাসনিম নাসির খান** পিতা নাসিমুদ্দিন খান ২৮৩/এ/৩, বেলিলিয়াস রোড, খান সাহেব কুঠীর নিকট, হাওড়া : ৭১১১০১ **এবং** ফ্ল্যাট নং ৩০১ এবং ৩০২, ৪র্থ তল, ব্লক এ, মল্লিক অ্যাপার্টমেন্ট, মৌজা : পোদরা, থানা : সাঁকরাইল, হাওড়া : ৭১১১০৯	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩০১ এবং ৩০২ চুতর্থ তলে, ব্লক -এ, পরিমাণ আনুমানিক ১৫৩১ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ চার বেড রুম, দুই বাথরুম প্রিভি সহ, এক ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, এক কিচেন রুম, এবং দুই বারান্দা ইত্যাদি ফ্ল্যাট চতুর্থতলে মল্লিক অ্যাপার্টমেন্টে , সিএস এবং আরএস দাগ নং ৪৬৩, এলআর দাগ নং ৬০৭, আরএস খতিয়ান নং ৪৮, এলআর খতিয়ান নং ২৫৮১, ২৫৮০, ২৫৭৭, ২৫৭৮, ২৫৭৯, মৌজা : পোদরা, জেএল নং ৩৮, থানা : সাঁকরাইল, জেলা : হাওড়া, পিন কোড নং ৭১১১০৯ , অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস রানিহাটি, জেলা : হাওড়া, এবং জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস-১, হাওড়া, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সকলের ব্যবহারের জায়গার সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি :** উত্তরে : খোলা জায়গা দক্ষিণে : খোলা জায়গা ; পূর্বে : খোলা জায়গা; পশ্চিমে : ফ্ল্যাট নং ৩০৩, সিঁড়ি এবং লিফট। **সম্পত্তি মহ তাসনিম নাসির খানের নামে উল্লেখ্য দলিল নং ০৫০১০৫০৯৫ -২০১৮ সালের, ভলুম নং ০৫০১-২০১৮,** নথিভুক্ত বুক নং ১, পৃষ্ঠা ১৬০৫০৬ থেকে ১৬০৫৫২, জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস ডিএসআর-১, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলীকৃত**	**৪৭,০৭,৫৮৬.০০ টাকা (সাতচল্লিশ লাখ সাত হাজার পাঁচশ ছিয়াশি টাকা) ১৬.০৪.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ	ক) ৪১,৮৮,০০০.০০ টাকা খ) ৪,১৮,৮০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৭৭৩৭ ৯৬৭৪৭১১৫২০ **পর্যবেক্ষণের তারিখ ২৪.০১.২০২৫**

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in এবং/বা https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet.psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ২৯.১২.২০২৪
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

पंजाब नैशनल बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. Of India Undertaking)

হেড অফিস : প্লট নং ৪, সেক্টর -১০ দ্বারকা, নিউ দিল্লি - ১১০ ০৭৫
সস্ত্র ডিভিশন, কলকাতা পশ্চিম সার্কেল, ৫ম তল, ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০০০১

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
ইএমডি এবং অন্যান্য নথিতথ্যাদি (হার্ড কপি এবং অনলাইন) জমা দেবার শেষ তারিখ এবং সময়

সম্পত্তি লট (নিম্নে উল্লিখিত)	ডাক জমা দেবার শেষ তারিখ অনলাইন :	সময় পর্যন্ত
লট নং ১	২৭.০১.২০২৫	দুপুর ৩টে পর্যন্ত

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি কার্যকরী/স্বত্ব/প্রতীকী দখল নিয়েছেন জামিন অধীনে ঋণদাতা ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার এবং তা **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে উল্লিখিত তারিখে নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্ক/জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া সমুদয় সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নে টেবিলে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে জমা দিতে হবে।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি ওয়েব পোর্টাল **(https://baanknet.com)** প্রদত্ত প্ল্যাটফর্মে ই-নিলামের দ্বারা নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক বিক্রি করা হবে। সাধারণকে স্বয়ং বা অনুমোদিত প্রতিনিধি মারফত ডাক দাখিলের আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রম নং	শাখার নাম / অ্যাকাউন্ট নাম	বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত/মালিকের নাম	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) দখলের তারিখ	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লাখ টাকায়) খ) ইএমডি গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ	ই-নিলামের তারিখ/সময়
১.	পিএনবি : জে এন মুখার্জি / এ/সি : শ্রী রাজু রতন চৌধুরী এবং শ্রীমতি তানবিতা(সেন) চৌধুরী।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট ''তৃষ্ণা অ্যাপার্টমেন্ট' ফ্ল্যাট নং সি, একতলায় উত্তর পূর্ব দিকে (মার্বেল মেঝে) পরিমাণ কমবেশি ৮৩৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া (৬৩২ বর্গফুট ঢাকা এরিয়া এবং সিঁড়ি ৪৩ বর্গফুট এবং ২৫ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ২ বেড রুম, ১ কিচেন তথা ডাইনিং, ১ টয়লেট, ১ ডব্লু সি এবং ১ বারান্দা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ ভবনের চাতাল এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত মৌজা : বালিয়া, জেএল নং ৪৬, আরএস খতিয়ান নং ৩০২, আরএস দাগ নং ৫৮৪, এলআর খ তিয়ান নং ১৫২৬, এলআর দাগ নং ৬২৮,অবস্থিত হোল্ডিং নং ৪০২, পূর্ব বালিয়া ওয়ার্ড নং ০১, রাজপুর সোনারপুর পুরসভা অবস্থিত ৪০২, নফর চন্দ্র নস্কর রোড, বালিয়া গড়িয়া রোডের নিকট, থানা : সোনারপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০০৮৪। দলিল নং ১-১৬০৪০৭৪৮৪-২০১৮, **সম্পত্তি শ্রী রাজু রতন চৌধুরী এবং শ্রীমতি তানবিতা সেন (চৌধুরী) এর নামে। (সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত)**	ক) ০৭.০৮.২০২৪ খ) ২০,১৩,৩৬৭.৬২ টাকা (শেষ ধার্য সুদের তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ) গ) ২৮.১০.২০২৪	ক) ২২.৪৬ লাখ টাকা খ) ২.২৫ লাখ টাকা গ) ০.১০ লাখ টাকা	২৭.০১.২০২৫ সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ (লেনদেনকারী অফিসারের যোগাযোগ নং ৭০৪৪৫০২০৬০)

ই-নিলাম বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদি

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের নিয়ম এবং শর্তাদি অধীনে এবং নিম্নোক্ত শর্তাধীনেও

১. সম্পত্তি বিক্রি করা হবে '**অনলাইন ই-নিলাম মাধ্যমে**' **https://baanknet.com**।
২. আগ্রহী ডাকদাতা/ক্রেতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে (**https://baanknet.com)** পোর্টালে তাদের মোবাইল নম্বর এবং ইমেল আইডি নথিভুক্ত করতে। আরও অবগত করা হচ্ছে তাদের প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি সংযুক্ত করতে। কেওয়াইসি নথি একবার যাচাই করার পর ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা (দুই কাজের দিন প্রয়োজন হতে পারে), আগ্রহী ডাকদাতা/ক্রেতারা ইএমডি পরিমাণ অনলাইন মাধ্যমে গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেট মাধ্যমে **২৭.০১.২০২৫ (লট নং ১)** নিলামের তারিখের আগে এবং সময়ে দাখিল করতে পারেন। রেজিস্ট্রেশন কেওয়াইসি নথি যাচাই এবং ওয়ালেটের ইএমডি স্থানান্তর নিলামের যথেষ্ট পূর্বে সম্পাদিত হওয়া জরুরি।
৩. বায়না জমা দাখিল (ইএমডি) পরিমাণ উল্লিখিত মতে অনলাইন মাধ্যমে তিনটি আকারে অর্থাৎ এনইএফটি/নগদ/স্থানান্তর (চালান তৈরির পর (**https://baanknet.com)** ডাকদাতাদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে মাধ্যমে দাখিল করতে হবে। এনইএফটি স্থানান্তর যেকোনও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে করা যাবে যাহোক নগদ/অন্যান্য স্থানান্তরের জন্য ডাকদাতাদের পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের শাখায় যেতে হবে। ইএমডি দাখিল অন্য যেকোনও ভাবে চেক মাধ্যমে গৃহীত হবে না। ডাকাদাতারা প্রয়োজনীয় ইএমডি অনলাইনে দাখিল না করলে ই-নিলামে অংশ নেওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়া হবে না। বায়না জমা দাখিল কোনও সুদ দেওয়া হবে না।
৪. ই-নিলাম সম্পাদিত হবে ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক মেসার্স এমএসটিসি লিমিটেড কর্তৃক রেজিস্টার্ড অফিস ২২৫-সি, এ জে সি বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০ (যোগাযোগ ফোন এবং টোল ফ্রি নম্বর ০৭৯-৪১০৭২৪১২/৪১১/৪১৩ বা ১৮০০-১০৩-৫৩৪২) ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম যা ওয়েবসাইট (**https://baanknet.com)** মাধ্যমে। আগ্রহী ডাকদাতা/ক্রেতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** মাধ্যমে অংশ নিতে। এই পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা অনলাইন প্রদর্শন/প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে ই-নিলাম পোর্টালের জন্য।
৫. বিক্রয়ের সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট/ওয়েবপেজ পোর্টালে উপলব্ধ/প্রকাশিত i. **https://baanknet.com** ii. **www.pnbindia.in** সংযুক্ত।
৬. ই-নিলামে ইচ্ছুক অংশগ্রহণকারীরা বিনামূল্যে ডাউনলোড করতে পারেন, বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি, ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলী, এই ই-নিলাম সম্পর্কিত ই-নিলামের অপারেশনাল অংশে সহায়তা ম্যানুয়াল ই-বিক্রয় পোর্টাল থেকে (**https://baanknet.com)**।
৭. ইচ্ছুক দরদাতা/ক্রেতাদের তাদের মোবাইল নম্বর এবং ইমেল-আইডি ব্যবহার করে পোর্টালে (**https://baanknet.com)** নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরন্তু, তারা প্রয়োজনীয় KYC নথি আপলোড করবে। একবার KYC নথিগুলি ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী দ্বারা যাচাই করা হলে (২ কার্যদিবস সময় লাগতে পারে), ইচ্ছুক দরদাতা/ক্রেতাকে তার গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে অনলাইন মোড ব্যবহার করে EMD পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। তার ওয়ালেটে পর্যাপ্ত ইএমডি থাকার পরেই, সুদ দরদাতা ই-নিলামের তারিখে বিড করতে সক্ষম হবেন।
৮. বিডিংয়ের সময় দরদাতার গ্লোবাল ওয়ালেটে পর্যাপ্ত ব্যালেন্স (>=EMD পরিমাণ) থাকতে হবে।
৯. ই-নিলামের সময় দরদাতাদের উদ্ধৃত শেষ বিডের উপরে এবং তার উপরে ইন্টার-সে বিডিংয়ে উচ্চতর দর অফার করার অনুমতি দেওয়া হবে এবং দরদাতাদের শেষ উচ্চতর বিড থেকে বিডের পরিমাণ ন্যূনতম **১০,০০০.০০ টাকা** হতে হবে দশ মিনিট পরপর উচ্চতর দর উদ্ধৃত করার জন্য দরদাতাদের সময় দেওয়া হবে এবং শেষ সর্বোচ্চ বিডের দশ মিনিটের পরে যদি কোনও দরদাতা উচ্চতর দর প্রস্তাব না করে তবে ই-নিলাম বন্ধ হয়ে যাবে।
১০. ই-নিলামের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, শর্তাবলী এবং ই-অকশনের কার্যকারিতা সংক্রান্ত হেল্প ম্যানুয়াল সঠিকভাবে পড়া এবং কঠোরভাবে অনুসরণ করা দরদাতাদের দায়িত্ব ই-নিলাম প্রক্রিয়ার আগে বা চলাকালীন কোনো অসুবিধা বা সহায়তার প্রয়োজন হলে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর **(https://baanknet.com**) অনুমোদিত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। যার বিশদ বিবরণ ই-নিলাম পোর্টালে পাওয়া যায়।
১১. অনুমোদিত অফিসার দ্বারা ই-নিলাম চূড়ান্ত করার পরে, শুধুমাত্র সফল দরদাতাকে আমাদের উপরে উল্লেখিত পরিষেবা প্রদানকারী এসএমএস/ইমেলের মাধ্যমে অবহিত করবেন। (মোবাইল নম্বরে/তাদের দেওয়া ইমেল ঠিকানায়/পরিষেবা প্রদানকারীর সাথে নিবন্ধিত)।
১২. সুরক্ষিত সম্পদ সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না। নিয়মানুযায়ী, বিডিং রিজার্ভ মূল্যের চেয়ে এক খাঁজ বেশি থেকে শুরু হবে।
১৩. সফল দরদাতাকে বিডের পরিমাণের ২৫ শতাংশ (পঁচিশ শতাংশ) জমা দিতে হবে, জমা করা কম EMD পরিমাণ, একই দিনে বা পরবর্তী কার্যদিবসের পরে নয় এবং অবশিষ্ট অর্থ ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। ব্যাংক কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের তারিখ থেকে, '**অথরাইজড অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, A/c (A/C-এর নাম)** কলকাতায় প্রদেয় এর পক্ষে টানা একটি তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা ব্যাঙ্কার্স চেক/ডিমান্ড ড্রাফ্টের আকারে কলকাতায় প্রদেয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপরোক্ত পরিমাণ অর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হলে, সফল দরদাতার জমাকৃত অর্থ ব্যাংকে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত কর্মকর্তার সম্পত্তির নতুন নিলাম/বিক্রয় করার স্বাধীনতা থাকবে এবং খেলাপি দরদাতা তা করতে পারবে না। বাজেয়াপ্ত পরিমাণ এবং সম্পত্তি উপর কোন দাবি আছে।
১৪. সফল দরদাতার দ্বারা ব্যাঙ্কে বিক্রয় বিবেচনার অর্থ প্রদান আয়কর আইন ১৯৬১-এর ধারা ১৯৪- ১এ এর অধীনে (সাপেক্ষে হবে এবং সফল দরদাতাকে শুধুমাত্র অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ জমা করার সময় TDS করতে হবে। বিডের পরিমাণ/বিআইডি পরিমাণের সম্পূর্ণ জমা।
১৫. অনুমোদিত আধিকারিক যেকোনও দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করেন, যদি গ্রহণযোগ্য না পাওয়া যায় বা নিলামের শর্তাবলী স্থগিত/বাতিল/স্থগিত/বন্ধ করার বা যেকোনো সময় কোনো কারণ উল্লেখ না করে পরিবর্তন করার এবং এই বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত যে কোন পর্যায়ে চূড়ান্ত হবে।
১৬. কোনো বিরোধ বা মামলা বা উপযুক্ত আদালত বা ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদির দ্বারা প্রদত্ত প্রতিকূল আদেশের ক্ষেত্রে বা যে কোনো কারণে, ব্যাঙ্ক দরদাতাদের টাকা ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, সেই সময়ের জন্য কোন সুদ প্রদান করা হবে না ব্যাংকের কাছে রাখা হয়েছে, এ ব্যাপারে অনুমোদিত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
১৭. বিক্রয় শংসাপত্রটি আইনের বিধান অনুযায়ী সম্পূর্ণ দর জমার ক্ষেত্রে সফল দরদাতার অনুকূলে জারি করা হবে।
১৮. সম্পত্তিগুলি বিক্রি করা হচ্ছে '**যেখানে আছে তেমনই' এবং 'যেমন আছে তাই আছে' এবং 'যা আছে ভিত্তি আছে'** ভিত্তিতে।
১৯. উপরে তফসিলে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম তথ্যের জন্য বিবৃত করা হয়েছে, তবে অনুমোদিত অফিসার এই ঘোষণায় কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ দেওয়ার জন্য দায়ী থাকবেন না।
২০. বিড জমা দেওয়ার আগে সম্পদ এবং স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে পরিদর্শন করা এবং নিজেদের সন্তুষ্ট করা দরদাতাদের দায়িত্ব হবে। দরদাতা প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী ডিলিং কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করে সম্পত্তি পরিদর্শন করে।
২১. সমস্ত সংবিধিবদ্ধ বকেয়া/অ্যাটেন্ডেন্ট চার্জ/রেজিস্ট্রেশন চার্জ, স্ট্যাম্প ডিউটি, ট্যাক্স ইত্যাদি সহ অন্যান্য বকেয়া ক্রেতাকে বহন করতে হবে।
২২. অনুমোদিত অফিসার বা ব্যাঙ্কের কাছে পরিচিত নয় এমন সম্পত্তির (ই-নিলাম) বিষয়ে সরকার বা অন্য কারও কাছে কোনও চার্জ, লেনদেন, দায়বদ্ধতা বা অন্য কোনও বকেয়া জন্য দায়ী থাকবে না। ইচ্ছুক দরদাতাকে বিধিবদ্ধ দায়, সম্পত্তি কর বকেয়া, বিদ্যুতের বকেয়া ইত্যাদি সহ সম্পত্তির দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
২৩. দরদাতাকে অবশ্যই যথাযথ ইন্টারনেট সংযোগ, পাওয়ার ব্যাক-আপ ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে। ইন্টারনেট ব্যর্থতা, পাওয়ার ব্যর্থতা বা প্রযুক্তিগত কারণে বা ই-নিলামকে প্রভাবিত করার কারণে/অপ্রত্যাশিত কারণে কোনও ব্যাঘাতের জন্য ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।
২৪. একটি প্রতিনিধি নিয়োগ এবং স্ব-বিড করা এবং নিলামে অংশ নেওয়ার জন্য এটি ব্যাংকের জন্য

বিক্রির বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদির জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন https://baanknet.com/ www.pnbindia.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮(৬) অধীনে বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ

স্থান : কলকাতা, তারিখ : ২৯.১২.২০২৪

অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, জামিনদত্ত ঋণদাতা

হুগলির কোন্নগরের অবৈধভাবে জল উত্তোলনের ব্যবসা ফাঁস করলেন পুরপ্রধান

বনস্পতি দে ● কোন্নগর

শহর জুড়ে গজিয়ে উঠেছিল অবৈধ জলের ব্যবসা। কেউ মাটির তলা থেকে সরাসরি জল তুলে তা অন্যান্য নামী দামি কোম্পানির বোতলে ভরে বাজারজাত করছিলেন। আবার কেউ পুরসভার জলকে স্টোর করেই তাকে বোতলে ভরে বিক্রি করছিলেন। পানীয় জলের সংকটের সময় যখন উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, তার পরেও জেলা জুড়ে চলছে অবৈধভাবে জলের ব্যবসা। এবার সেই অবৈধ জলের ব্যবসায়ী হাতে নাতে ধরলেন খোদ পুরপ্রধান। ঘটনাটি হুগলির কোন্নগরের, অবৈধভাবে জল উত্তোলন এবং তা বিক্রি করে অসাধু উপায়ে ব্যবসা চালাচ্ছিলেন কিছু স্বার্থের লোভী ব্যবসায়ীরা। শনিবার সকালে সরেজমিনে এই গোটা বিষয় খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে পৌঁছন পুরপ্রধান স্বপন দাস। সেখানে গিয়ে অবৈধভাবে জল উত্তোলনকারী ব্যবসায়ীদের হাতেনাতে পাকড়াও করেন। তাদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি।

গোটা ঘটনায় চেয়ারম্যান জানান, শহরে বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছনোর জন্য একাধিক কাজ শুরু করেছে পুরসভা। তারপরেও পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পৌঁছচ্ছে না লোকের বাড়িতে। সেই খোঁজ নিতে গিয়েই জানা যায় এরকম অনেকে রয়েছেন যারা নিজেদের বাড়িতে বোরিং মেশিন বসিয়ে মাটির তলা থেকে অবৈধভাবে জল তুলে নিচ্ছেন। তাদের কাছে কোনও বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই তারাই ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে দীর্ঘ সময় ধরে। আবার অনেকে রয়েছে যারা পুরসভার জলকেই স্টোর করে তা বোতলে ভরে বাজারজাতও করছেন। এই ঘটনা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে গিয়ে একেবারে চক্ষুচড়ক গাছ হয়ে ওঠে। যা ধরা পড়ে, তা অভাবনীয়। অবৈধ জল উত্তোলনকারীরা এক একদিনে প্রায় ২০ থেকে ৩০ হাজার লিটার মাটির তলা থেকে জল উত্তোলন করছে। কোনওরকম বিশেষ প্রক্রিয়াকরণ ছাড়াই সেই জলকে বোতলে ভরে বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে কম দামে। একদিকে সেই জল কতটা মানুষের শরীরের উপযোগী তা নিয়েও যেমন প্রশ্ন থাকে তেমনি প্রশ্ন থাকছে যে কিভাবে বা কাদের মদতে এই ব্যবসা চালাচ্ছেন।এই বিষয়ে অবৈধ জল উত্তোলনকারী এক ব্যবসায়ী বলেন, বছর চারেক আগে প্রায় চার লক্ষ টাকা খরচ করে তিনি এই জলের প্ল্যান্ট বসিয়েছিলেন বাড়িতে। মাটি থেকে জল উত্তোলন করে সেই জলকে বোতলে ভরে বাজারে পাঠানো হচ্ছিল। মাত্র ১০ টাকায় জল দেওয়া যাচ্ছিল। কম টাকায় জল দেওয়ার কারণে তার কাছে জলের খরিদারও বেশি হত। চেয়ারম্যান যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছন তখন টনক নড়ে তাদের। এ বিষয়ে ওই বিক্রেতা বলেন, তিনি শুধু এখন নন, গোটা কোন্নগর জুড়ে আরও এরকম অনেক প্ল্যান্ট হয়েছে যারা অবৈধভাবে জল তুলে বিক্রি করছে। তাদের জল কোথায় টেস্ট হয় সে কথা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানান, শ্রীরামপুরে কোন এক কেমিস্ট রয়েছে যিনি এই জল পরীক্ষা করে দেন। এবার মাটির তলার জল চুরি রুখতে তৎপর হল কোন্নগর পুরসভা।

আবাস যোজনার দুর্নীতি রুখতে এবার ময়দানে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: আবাস যোজনা নিয়ে টাকা চাওয়ার অভিযোগ সামনে আসছে বারবারই। এবার সেই দুর্নীতি রুখতে ময়দানে নামলেন খোদ তৃণমূলের ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান। জামালপুর ব্লকে ৬৩৯১ জন উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে বাংলা আবাস যোজনার টাকা। ব্লক উন্নয়ন আধিকারিককে সঙ্গে নিয়ে এবার সেই সমস্ত উপভোক্তার কাছে পৌঁছে তিনি পৌঁছে দিচ্ছেন প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের ফোন নম্বর। বলছেন কেউ টাকা চাইলেই সেই সব নম্বরে ফোন করে জানাতে, অথবা তার কাছেও অভিযোগ করতে। তার কাছে খবর আসলেও তিনি প্রশাসনকে বিষয়টি জানাবেন। অভিযোগকারীর সমস্ত পরিচয় গোপন থাকবে এমনটাই তিনি জানিয়েছেন। জামালপুর ব্লকে রয়েছে ১৩ টি পঞ্চায়েত। আর এই সমস্ত পঞ্চায়েত ঘুরে আবাস যোজনা সংক্রান্ত বিষয়ে তদারকি করছেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান। সঙ্গে রয়েছেন ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক পার্থসারথি দে। আবাস যোজনা সংক্রান্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখার কাজ শুরু করেছে জেলা প্রশাসন। পাশপাশি, এই

প্রকল্পে তালিকাভুক্ত আবেদনকারী ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রাজ্যে সরকারের তরফে টাকা দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই। যারা এই প্রকল্পের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পেয়েছেন তাদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার জন্য জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হচ্ছে। উপভোক্তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কথা বলছেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিক ও স্থানীয় জন প্রতিনিধিরা। পাশাপাশি, কোনোও উপভোক্তা যাতে প্রতারিত না হন তার জন্য হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছে জেলা প্রশাসন। জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে ৫৬৭ জন অভিযোগ জানিয়েছেন। সেখানে নানান রকম অভিযোগের মধ্যে উপভোক্তার নাম করে তাকে কেন বাড়ি দেওয়া হয়েছে সেই বিষয়েও জানতে চেয়ে ফোন করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আবাস যোজনায় যাদের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, পর্যায়ক্রমে সেই সমস্ত উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা দিচ্ছে রাজ্যে সরকার। এর মধ্যে কোনো উপভোক্তাকে টাকা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে যাতে কেউ প্রতারণা করতে না পারে সেই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এমনকী জমি সংক্রান্ত বিবাদ নিয়েও অনেকে এই হেল্পলাইন নম্বরে অভিযোগ জানিয়েছেন। সেখানে জানানো হয়েছে আবাস যোজনায় অন্তর্ভুক্ত উপভোক্তা যে জমিটির নথি জমা দিয়েছেন সেই জমিটি নিয়ে বিবাদ রয়েছে। অর্থাৎ এই জমির নথির পরিপ্রেক্ষিতে যাতে আবাস যোজনার টাকা না দেওয়া হয় এমন অভিযোগও মিলেছে। আবাস যোজনা প্রকল্পে জেলায় প্রায় ৮০ হাজার উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছনোর কাজ শুরু হয়েছে। রাজ্যে সরকারের তরফে উপভোক্তাদের দ্বিতীয় কিস্তি হিসেবে ৬০ হাজার টাকা দেওয়া হচ্ছে। এই টাকার মধ্যে ৪৫ দিনের মধ্যে বাড়ি তৈরির দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন হলে জেলা প্রশাসনের তরফে পর্যবেক্ষণ করা হবে। জেলাশাসক আয়েশা রানি এ জানান, অভিযোগ মিলেছে সেগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এছাড়া, যেসমস্ত উপভোক্তা ইতিমধ্যেই টাকা পেয়েছেন তাদের বাড়ি গিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাড়ি তৈরির কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য জানানো হচ্ছে।

বিমানবন্দরে রাস্তার কাজ আটকে বিক্ষোভ জমিদাতাদের

সোমনাথ মুখার্জী, অন্ডাল

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি অন্ডাল বিমানবন্দরের বিএপিএল কর্তৃপক্ষ। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দায়েই শনিবার অন্ডাল বিমানবন্দরের নবনির্মিত একটি রাস্তার কাজ আটকে বিক্ষোভে সামিল হল জমিদাতারা। জমিদাতাদের দাবি, বিএপিএল কর্তৃপক্ষ যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল জমি অধিগ্রহণ করার সময় সেটা পালন করেনি কর্তৃপক্ষ আর সে কারণেই আজকের এই আন্দোলন। যদিও এই ব্যাপারে বিএপিএল কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। দক্ষিণখন্ড মৌজার জমিদাতা আশিস পাল ও বিজন পালরা জানান, যেখানে মুখ্যমন্ত্রী পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন জোর করে কারো জমি কেড়ে নেওয়া যাবে না। কিন্তু নিচু তলার প্রশাসনিক কর্তারা মুখ্যমন্ত্রীর আদেশকে অমান্য করেই একপ্রকার জোর করে জমির মালিকদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নিচ্ছেন। আশিস বাবু জানান, দক্ষিণখন্ড মৌজার প্রায় দশ বিঘা জমির এখনো পর্যন্ত ডিসপুট রয়েছে যেখানে জমি দাতারা তাদের জমি দিতে নারাজ, অথচ কর্তৃপক্ষ জোরপূর্বক জমি ছিনিয়ে নেওয়ার কৌশল নিয়েছে। তিনি বলেন, যখন বিমানবন্দর এখানে তৈরি হচ্ছিল তখন এলাকার জমিদাতারা বন্ধুত্বসুলভ আচরণ দেখিয়ে তাদের জমি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে দিয়েছিল। প্রায় ২৩০০ একর জমি দাতারা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে দেয়। জমি অধিগ্রহণ করার সময় বিএপিএল কর্তৃপক্ষ জমিদাতাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন জমির বিনিময়ে জমি এবং পরিবারের একজন বেকার যুবককে ট্রেনিং দিয়ে তার চাকরি ও এলাকার উন্নয়ন করবেন। কিন্তু আজ এত বছরগুলো বছর পরও আশ্বাসই সার। কোনও কথা রাখেনি বিএপিএল কর্তৃপক্ষ বলে দাবি করছেন জমিদাতাদের একাংশ। বিপিএল কর্তৃপক্ষ অন্ডাল বিমানবন্দর থেকে বিএপিএল কর্তৃপক্ষ অন্ডাল বিমান নগরী থেকে অন্ডাল উখড়ার প্রধান রাস্তা তামলা মোড় পর্যন্ত একটা রাস্তা নির্মাণের কাজ করছেন। নতুন যে রাস্তা স্তাটি তৈরি হচ্ছে তার আশেপাশের জমিগুলির জমিদাতারা এদিন রাস্তার কাজ আটকে বিক্ষোভে সামিল হল। এলাকায় উত্তেজনা বাড়ায় নামানো হয়েছিল প্রচুর পুলিশ বাহিনী ও কমব্যাক্ট ফোর্স। শেষ পর্যন্ত প্রশাসনিক কর্তাদের আশ্বাসে আগামী সোমবার জমিদাতাদের নিয়ে একটা বৈঠকের সিদ্ধান্ত হলে আশ্বাস মতো এদিনের বিক্ষোভ তুলে নেন জমিদাতারা।

সবংয়ে শুরু পটচিত্র মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: রাজ্যের পটের গ্রাম নামে পরিচিত পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলা ব্লকের নয়াতে শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে পট মেলা। জেলা প্রশাসনের কিংবা কোনও বেসরকারি উদ্যোগে ২০১০ সাল থেকে এই গ্রামে পটমেলা শুরু হয়। পট শিল্পীরা তাদের শিল্প কারুকার্যের সম্ভার, ফুল-পাতা থেকে প্রাকৃতিক রং তৈরি এবং পটচিত্র আঁকার পদ্ধতি প্রদর্শন করেন এই মেলায়।

এ বছর রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এবং জেলা পর্যটন দপ্তরের সহযোগিতায় সপ্তাহব্যাপী এই পটচিত্র মেলার সূচনা হয়েছে। ৩ রা জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই মেলা। এই গ্রামের ১৩৬ টি পরিবারের পট চিত্র শিল্পীরা একসময় পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে বড় পট চিত্র এঁকে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে গান শুনিয়ে দিন গুজরান করতেন। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তারা তাদের শিল্প বৈচিত্রে পরিবর্তন এনেছেন। এখন শিল্পীরা শুধু কাগজের পট চিত্র এঁকেই ক্ষান্ত থাকছেন না। নানান সামাজিক ঘটনাবলীর বিষয়বস্তু তাদের তুলির টানে ফুটিয়ে তোলার পাশাপাশি শাড়ি, জামা, পাখা, বাতি সহ প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রীর ওপর নানা রঙের বাহারি ছবি আঁকছেন। রাজ্য ছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রদেশে তরতর করে তাদের এই পটচিত্র আঁকা সামগ্রীর কদর বাড়ছে। কেনা বেচা ছাড়াও বাংলার নানা প্রান্তের শিল্পীদের লোকসাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এই মেলার অন্যতম আকর্ষণ। শুধু স্থানীয়রাই নন, এই জেলা এবং রাজ্য সহ বাইরের রাজ্যের বাসিন্দারাও এই মেলা ও উৎসবের জন্য অপেক্ষা করেন। বিদেশ থেকেও অতিথিরা আসেন এই মেলায় যোগ দিতে। শুক্রবার বিকেলে পিংলা ব্লকের নয়া পটচিত্র মেলার উদ্বোধন করেন সেচ মন্ত্রী তথা সবংয়ের বিধায়ক মানস ভুঁইয়া এবং খড়গপুরের মহকুমা শাসক পাতিল যোগেশ অশোকরাও।

ভোলার গুঁতোয় গত একমাসে জখম ১৭৫ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: এলাকার মানুষরা ভালোবেসে নাম রেখেছিলতার ভোলা। তবে তার স্বভাব মোটেই ভোলাভালা নয়! বরং রেগে গেলে তার সিংয়ের গুঁতোয় জখম হচ্ছেন একের পর এক স্থানীয় মানুষজন। এখন হুগলি-চুঁচুড়ার মল্লিক কাসেম হাটের ক্রেতা বিক্রেতাদের কাছে ত্রাস হয়ে দাঁড়িয়েছে এই ভোলা ওরফে লাল কালো রঙের বৃহৎ আকৃতির একটি ষাঁড়! আত্মরক্ষার জন্য বাজারের বিক্রেতারা হাতের লাঠি নিয়ে ঘুরছেন সব সময়।

স্থানীয়দের মতে বিগত কয়েক মাসে প্রায় শতাধিক মানুষ জখম হয়েছেন ভোলার রোষে পড়ে। এরই মাঝে শনিবার সকালে ভোলার তাড়া খেয়ে কোনওরকমে প্রাণে বাঁচলেও ট্রে ভর্তি ডিম ভেঙেছে কল্যাণীর মদনপুর থেকে ডিম বিক্রি করতে আসা বছর ৫৫ এক মহিলার। মাসকয়েক আগে আরো এক স্থানীয় বাসিন্দা তিনি বাজার করতে এসেছিলেন তার সঙ্গে ছিল তার ছোট্ট মেয়ে, ষাঁড়ের গুঁতোয় গুরুতর জখম হয় বাচ্চা মেয়েটি। বিগত এক মাসের মধ্যেই প্রায় কম করে দেড়শো থেকে ১৭৫ জন আহত হয়েছেন ষাঁড়ের তাণ্ডবে। ক্ষ্যাপা ষাঁড়কে আটকাতে স্থানীয় মানুষ আবেদন জানাচ্ছেন প্রশাসনের কাছে। যদি প্রশাসন ও বন দপ্তর এই ষাঁড়টির সদগতি না করেন তাহলে প্রতিদিনই একের পর এক বাড়তে থাকবে আহত মানুষের সংখ্যা।

ছয়শো দিব্যাঙ্গ পেলেন হুইলচেয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: চলার সহায়ক সরঞ্জাম পেয়ে নতুন বছরের আগেই মুখে হাসি ফুটল হাওড়ার সাড়ে ছয়শো দিব্যাঙ্গের। শুক্রবার হাওড়ার আমতা রামসদয় কলেজ মাঠে প্রায় সাড়ে ছয়শো দিব্যাঙ্গের হাতে হুইলচেয়ার সহ জীবনে পথ চলার সরঞ্জাম তুলে দেওয়া হল। তুলে দিলেন উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক ডাক্তার নির্মল মাঝি। এই অনুষ্ঠানের নেপথ্য সহযোগী হিসেবে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড ও এলিমকো ছিল। ব্যবস্থাপনায় ছিল দীপ কল্যাণ নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। এদিন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডাক্তার মাঝি 'আমতা দীপ কল্যাণ রিহ্যাবিলিটেশন সোসাইটি' নামক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটির প্রশংসা করেন। উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেডের আধিকারিক দেবদত্ত বিশ্বাস, এলিমকোর আধিকারিক তরুণ কুমার ,আমতা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অজয় সিংহ, জন প্রতিনিধি বিমল দাস প্রমুখ।

পুরুলিয়ায় বাঘের আতঙ্কের মধ্যেই হায়না উদ্ধার করল বনকর্মীরা: পুরুলিয়ায় বাঘের আতঙ্কের মধ্যেই এবার জেলার পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত বেড়ো গ্রাম পঞ্চায়েতের বেড়ো গ্রামের অদূরে বেড়ো চন্ডীমেলা পাহাড়ের সামনের মাঠে জালে আটকে পড়ে একটি হায়না। স্থানীয়রা শনিবার সকালে হায়নাটিকে জালে আটকে থাকতে দেখতে পেয়ে বন দপ্তর ও রঘুনাথপুর থানার পুলিশকে খবর জানালে বনকর্মীরা ও রঘুনাথপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে হায়নাটিকে উদ্ধার করে রঘুনাথপুর রেঞ্জ অফিসে নিয়ে আসে।

ইসিএলের বালিবোঝাই ডাম্পারের ধাক্কায় বৃদ্ধার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: ইসিএলের বালির ডাম্পারের ধাক্কায় এক বৃদ্ধার মৃত্যু ঘিরে রণক্ষেত্র রানিগঞ্জের টিরাট এলাকা। শনিবার দামোদর নদ থেকে ইসিএল সাইডিংয়ে বালি নিয়ে যাওয়ার সময় অমৃতনগর কোলিয়ারির কাছেই বেহাল রাস্তার মধ্যে বছর ৫৭'র এক বৃদ্ধা মহিলা চিন্তা দেবী গেনেরি নাতির সঙ্গে স্কুটিতে করে পুজো করতে গিয়ে বালি বোঝাই ডাম্পারের নিচে চাপা পড়ে। ঘটনায় ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তার। মুহূর্তে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসীরা পথ অবরোধ করে ক্ষতিপূরণের দাবি ও সেই রাস্তা দিয়ে বালি বোঝাই ডাম্পার ও অন্য ভারী পণ্যবাহী যান চলাচল করা যাবে না ও রাস্তাটিকে মেরামত করতে হবে, এই দাবিতে মৃতদেহ রেখেই পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। এদিন বালি বোঝাই পাঁচটি ডাম্পার ও ঘাতক ডাম্পারে ব্যাপকভাবে ভাঙচুরও চালিয়েছে

স্থানীয়রা। ঘটনাস্থলে পুলিশের বিশাল বাহিনী পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেন। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি বারংবার তারা রাস্তা মেরামতির দাবি করলেও রাস্তা মেরামত করা হয়নি, উল্টে ভারী যানবাহন চলাচল করছে বেপরোয়া ভাবে।

পুলিশের জালে ধরা পড়ল দুই সাইবার প্রতারক

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুরিয়া: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন থেকে পুলিশ প্রশাসনকে আরও সক্রিয় এবং কঠোর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, গোটা রাজ্যের পাশাপাশি আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশও বেশ তৎপরতা দেখাচ্ছে। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ক্রমাগত অপরাধ এবং অপরাধীদের দমনে কঠোর পরিশ্রমে এসেছে সাফল্য। কিছুদিন ধরে আসানসোল ও আশেপাশের এলাকায় সাইবার অপরাধের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। অনেক মানুষ সাইবার অপরাধীদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন। এমন পরিস্থিতিতে সাইবার অপরাধীদের দমনে জোর তৎপরতা চালাচ্ছে পুলিশ প্রশাসন। এরই ধারাবাহিকতায় আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের সাইবার সেল বিভিন্ন থানা এলাকায় অভিযান চালায়। জামুরিয়ার বিভিন্ন এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়, যেখানে জামুরিয়া থানার সাইবার সেল দুটি স্থানে সফলতা পায়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, জামুরিয়ার ২নং ওয়ার্ডের শিবপুরের বাসিন্দা মহম্মদ আসিফ ও পিন্টু মিত্রকে হাতেনাতে ধরা হয়। এই দু'জনকেই জেলা আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বাড়াতে ৫০টি সিসি ক্যামেরা বসালো ছয়ঘড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত

নিজস্ব প্রতিবেদন, পেট্রাপোল: বাংলাদেশের পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বাড়াতে ৫০ টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসালো ছয়ঘড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত। উত্তর ২৪ পরগনার পেট্রাপোল থানার ছয়ঘড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে পঞ্চায়েত এলাকার গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে মোট ৫০ টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। পঞ্চায়েত অফিস সূত্রে খবর, সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বাড়াতে পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিলের অর্থ ব্যয় করে এই সিসিটিভি ক্যামেরাগুলো বসানো হল। বাংলাদেশে অশান্ত পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন সকলে। এমত পরিস্থিতিতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে, সীমান্ত এলাকাগুলোতে কড়া নজরদারি চালাচ্ছে বিএসএফ জওয়ানরা। বাংলাদেশ থেকে ভারত বিরোধী স্লোগান এবং এ রাজ্য থেকে জঙ্গি সন্দেহে একের পর এক গ্রেপ্তারের ঘটনা নিয়ে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করছে প্রশাসন। সীমান্ত এলাকায় বিএসএফের নজরদারির পাশাপাশি স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে লাগাতার নাকা চেকিং চলছে। বনগাঁ পুলিশ জেলার ছয়ঘড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিকাংশ এলাকা বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী। বাংলাদেশের এই অশান্ত পরিস্থিতিতে সীমান্ত এলাকা দিয়ে কোনো দুষ্কৃতী বা জঙ্গি ভারতের মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে না পারে সে বিষয় নিয়ে নজরদারি করতে এই সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। ছয়ঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান উমা ঘোষ জানিয়েছেন, বাংলাদেশে অশান্ত পরিস্থিতি। নজরদারি করতে এবং সাধারণ মানুষকে সুরক্ষা দিতে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে।

মেয়ের জন্মদিনে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করলেন বাবা

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● আরামবাগ

ছোট্ট নিবেদিতার জন্মদিনে রক্তদান! অনেক সময়ে দেখা যায় হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে রক্তের সংকট। সেই জায়গায় ব্লাড ব্যাংক থেকে শুরু করে বিভিন্ন মুমূর্ষু ও থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের কথা চিন্তা করে বিভিন্ন ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন উদ্যোগ নিয়ে অনেক সময় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। সেই জায়গায় শনিবার হুগলির আরামবাগে দেখা গেল ভিন্ন এক ছবি। পুরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডের এক দম্পতি রাজা ধর ও প্রিয়াঙ্কা ধর তাদের একমাত্র কন্যা নিবেদিতা ধরের জন্মদিন উপলক্ষ্যে বাড়িতেই আয়োজন করলেন রক্তদান শিবিরের। আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সহযোগিতায় এই রক্তদান শিবির হয়। জানা গেছে দম্পতির একমাত্র কন্যা নিবেদিতা ধর ৫ বছরে পড়ল। এই শিবির থেকে ৪০ জনের অধিক মানুষ স্বেচ্ছায় রক্ত দেয় বাসুদেবপুর মোড় সংলগ্ন এলাকায়। ছোট্ট নিবেদিতার বাবা পেশায় একজন ব্যবসায়ী এবং তার মা গৃহবধূর পাশাপাশি গৃহ শিক্ষিকা বলে জানা গেছে। দম্পতির এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকাবাসী। এ প্রসঙ্গে নিবেদিতার বাবা ও মা জানায়, আমরা মেয়ের জন্মদিন পালন করছি, সবাই খাওয়া দাওয়া করে।

ইসলামপুরের ভৈরব সেতুর লোড টেস্টিং শুরু, ৩ দিন বন্ধ যান চলাচল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুর্শিদাবাদ: বহরমপুর ডোমকল রাজ্য সড়কের উপর ইসলামপুরের ভৈরব সেতুর লোড টেস্টিং শুরু হল। যার জন্য শনিবার সকাল থেকে সেতুর শারীরিক পরীক্ষার জন্য বন্ধ থাকবে যান চলাচল। আগামী তিনদিন সেতুটি বন্ধ রাখা হচ্ছে। বহরমপুর ডোমকল লাইফ লাইনে ভৈরব সেতু বন্ধ থাকায় আগামী তিনদিন চরম অসুবিধায় পড়ভেন সাধারণ মানুষ। সাংবাদিক বৈঠক করে বিকল্প রাস্তার নকশা বাতলা দিলেন ডোমকলের এসডিপিও শুভম বাজাজ। অ্যাম্বুলেন্সের মতো জরুরি পরিষেবার যানবাহনের ক্ষেত্রেও ছাড় না মেলায় সমস্যা আরও জোরালো হয়েছিল। ডোমকলের এসডিপিও শুভম বাজাজ সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান, যানজটের শঙ্কা থাকলে প্রয়োজন হলে গ্রিন করিডর করে বিকল্প রুট দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে অ্যাম্বুল্যান্স। শুধু তাই নয়, ওই সময়ের পরীক্ষাও রয়েছে। পরীক্ষার্থীদের বিষয়টিও বিশেষভাবে ভাবা হবে বলে জানিয়েছেন। এই সুযোগে ফেরিঘাটগুলিতেও যাতে তোলাবাজি না হয়, সেই বিষয়টিও দেখা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

সাংবাদিক বৈঠক করে সমস্যার কথা স্বীকার করে বিকল্প রুটের কথা তুলে ধরেন এসডিপিও। তিনি বলেন, ভৈরব সেতুতে যান চলাচল বন্ধ থাকার কারণে ছোট গাড়িগুলি বহরমপুর থেকে ভাকুড়ি হরিহতপাড়া

হয়ে সুন্দলঘাটে বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে ভগরতজপুর হয়ে ডোমকল ঢুকবে। ডোমকল ইসলামপুর জলঙ্গি থেকে একই রুটে যান চলাচল করবে। পণ্যবাহী ভারী যানবাহন ডোমকলের গাবতলা কুশাবেড়িয়া, বাগডাঙা, জুগিন্দা হয়ে গঙ্গাধারী ব্রিজ দিয়ে বহরমপুর যাবে। এই রাজ্য স্তাটি শুধুমাত্র বহরমপুর যাওয়ার জন্য। অর্থাৎ ওয়ান ওয়ে করা হয়েছে। এছাড়া ভারী গাড়িগুলি বহরমপুর পঞ্চাননতলা দিয়ে চোঁয়া, গজনীপুর হয়ে গঙ্গাধারী ব্রিজ পেরিয়ে নদীয়ার থানারপাড়া করিমপুর হয়ে জলঙ্গি-ডোমকল রুট ধরে আসা যাওয়া করতে পারবে। এই রাস্তাটিকে টু-ওয়ে রাখা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, সেতু বন্ধ থাকলেও আশা করছি মানুষের খুব একটা সমস্যা হবে না। যদি সমস্যা হয় তাহলে খুব দ্রুত আমরা সমাধানের চেষ্টা করব। একাধিক জায়গায় পুলিশের পোস্ট থাকবে। সেখান থেকে জনসাধারণকে সহায়তা করা হবে। ইসলামপুর ঢোকার আগে ভৈরব নদীর উপর রয়েছে এই ব্রিজটি। দীর্ঘদিন সেতুটি সংস্কার হয়নি। সেতুটির ভারবহন ক্ষমতা পরীক্ষার জন্য তিনদিন ব্রিজটি যাতায়াতের ক্ষেত্রে বন্ধ রাখা হচ্ছে। সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষাও করা হবে। রাজ্য পূর্ত দপ্তরের অধীনে ব্রিজের স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর প্রয়োজনে সেতু সংস্কারে হাত লাগানো হবে।

৫০-এ পুষ্পা, ১০০-য় বাহুবলী !

নীতীশের হাত ধরে হাজির অল্লু, প্রভাস

নিজস্ব প্রতিনিধি: নীতীশ কুমার রেড্ডি স্বস্তি আনলেন ভারতীয় সাজঘরে। ক্রিকেটপ্রেমীদের মনোরঞ্জনেও খামতি রাখলেন না তরুণ অলরাউন্ডার। তাঁর শতরানের ইনিংস রোহিত শর্মাদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। অর্ধশতরানের পর অল্লু অর্জুনের পুষ্পার মতো উচ্ছ্বাসে আরও কঠিন লড়াইয়ের বার্তা দিয়েছে অস্ট্রেলিয়াকে। প্যাট কামিন্সেরা বুঝতে পেরেছিলেন কিনা, জানা যায়নি। তবে শতরান পূর্ণ করার পর তামিল চলচ্চিত্রের আর এক নায়ক প্রভাসের বাহুবলীর কায়দায় নীতীশের উৎসব ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের উচ্ছ্বাস দ্বিগুণ করেছে। নীতীশের উৎসবের দুই মুহূর্তের ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে।

পুষ্পা এবং বাহুবলী ; দু'টি জনপ্রিয় সিনেমার কায়দায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন নীতীশ। মেলবোর্ন টেস্টে ভারতীয় দল কোণঠাসা অবস্থা থেকে লড়াইয়ে ফিরেছে মূলত নীতীশের শতরানের ইনিংসে ভর করে। তৃতীয় দিনের শেষে ২১ বছরের অলরাউন্ডার অপরাজিত রয়েছেন ১০৫ রান করে। তাঁর ১৭৬ বলের ইনিংসে রয়েছে ১০টি চার এবং ১টি ছক্কা। মাঠে নেমে অযথা ঝুঁকি নেননি। বল বুঝে খেলেছেন। প্রয়োজনে রক্ষণ করেছেন। আবার আগ্রাসীও হয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের অযথা সমীহ করেননি। তাতেই পাল্টা লড়াই পৌঁছে দিতে পেরেছেন প্রতিপক্ষ শিবিরে।

ব্যাট হাতে নীতীশের লড়াই যেমন ভারতীয় সাজঘরে স্বস্তির পরিবেশ তৈরি করেছে, তেমনই তাঁর উচ্ছ্বাস প্রকাশের ধরন আলোড়ন তৈরি করেছে ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে। চাপের মুখে ৫০ রান করার পর নীতীশকে দেখা গিয়েছে পুষ্পার অল্লুর কায়দায়। বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন হার মেনে নেওয়ার পাত্র তিনি নন। মেলবোর্নের ২২ গজে নাগাড়ে জোরে বোলিং করে তাঁকে ভয় পাওয়ানো যাবে না। একই সঙ্গে আরও কঠোর লড়াইয়ের বার্তা পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন কামিন্সদের শিবিরে।

জনপ্রিয় তামিল সিনেমা পুষ্পার অতি পরিচিত মুদ্রা কামিন্সের হয়তো বোঝেনি। বা বুঝলেও সুবিধা করতে পারেননি। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েছেন নীতীশ। পুষ্পা থেকে বিদেশের মাটিতে হয়ে উঠেছেন ভারতীয় ক্রিকেটের বাহুবলী। শতরান পূর্ণ করার উচ্ছ্বাসে তাও বুঝিয়ে দিয়েছেন নীতীশ। সেই বার্তা হয়তো বুঝবেন কামিন্সেরা। দিনের খেলার শেষে হোটেলে ফিরে বুঝতে পারবেন নীতীশের জোড়া উচ্ছ্বাস প্রকাশের অর্থ। তাঁরা বুঝবেন পরিস্থিতি নিজেদের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর।

অন্ধ্রপ্রদেশের ক্রিকেটার নীতীশ সময় পেলেই সিনেমা দেখেন। দক্ষিণী সিনেমার ভক্ত তিনি। পুষ্পা বা বাহুবলীতে অল্লু এবং প্রভাসের মুদ্রার অর্থ তাঁর অজানা নয়। তাই অর্থশতরান এবং শতরান পূর্ণ করার পর সেই মুদ্রাই ব্যবহার করেছেন তিনি। দলকে স্বস্তি দেওয়ার পর ক্রিকেটপ্রেমীদের অতিরিক্ত মনোরঞ্জন করেছেন তরুণ ক্রিকেটার। তাঁর মাধ্যমেই মেলবোর্নে হাজির হয়েছেন দুই জনপ্রিয় অভিনেতা।

অবশেষে অসি সমর্থকদের মন জয় করলেন কোহলি

নিজস্ব প্রতিনিধি: অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার স্যাম কনস্টাসকে ধাক্কা মেরে দু'দিন আগে মেলবোর্নের দর্শকদের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিলেন বিরাট কোহলি। তার এক দিন পরেই কোহলির একটি কাজ মন জয় করে নিয়েছে সেই সমর্থকদের। এক দিনের মধ্যেই সমালোচনা বদলে গিয়েছে প্রশংসায়।

শুক্রবার স্টিভ স্মিথ শতরান করেন। অস্ট্রেলিয়াকে চালকের আসনে পৌঁছে দিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন তিনি। শতরান করার পর হেলমেট খুলে ব্যাট নিয়ে গ্যালারির অভিবাদন গ্রহণ করার সময়েই স্মিথের কাছে চলে আসেন কোহলি। পিঠ চাপড়ে দেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়কের।

স্মিথও পাল্টা ধন্যবাদসূচক হাসি দেন।

কোহলি-কনস্টাস বিতর্কে যে ভাবে মেলবোর্ন উত্তপ্ত হয়েছিল, এই ঘটনা তা অনেকটাই ধামাচাপা দিল বলে মনে করছেন সমর্থকেরা। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞেরাও কোহলির এই আচরণের প্রশংসা করেছেন। তাঁদের মতে, কোহলি যে মাঠের ভিতরে অন্য রকম ক্রিকেটার তার প্রমাণ এই ঘটনা।

স্মিথ এবং কোহলির মধ্যে বহু দিন ধরেই তুলনা চলছে। কে সেরা, তাই নিয়ে সমর্থক থেকে ক্রিকেট পণ্ডিতেরা চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। এখনও তাঁর স্পষ্ট উত্তর মেলেনি। চলতি সিরিজেরে পার্থ টেস্টে শতরান করেছিলেন কোহলি। তার পর তাঁর ব্যাটে খরা। স্মিথ ব্রিসবেন এবং মেলবোর্নে শতরান করে ফেলেছেন। টেস্টে শতরানের নিরিখে ছুঁয়ে ফেলেছেন সুনীল গাওস্করকে।

কনস্টাসকে একহাত নিলেন বুমরাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি: জসপ্রীত বুমরাহকে কোনও ব্যাটারের হাতে এ ভাবে হেনস্থা হতে আগে দেখা যায়নি। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে মেলবোর্ন টেস্টে অভিষেক হওয়া ১৯ বছরের স্যাম কনস্টাস যথেচ্ছ মেরেছেন এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা পেসারকে। মার খাওয়ার পর বুমরাহ জানিয়ে দিলেন, প্রথম দু'ওভারের মধ্যেই পাঁচ-ছ'বার তিনি কনস্টাসকে আউট করতে পারতেন।

কনস্টাস ৬৫ বলে ৬০ রানের ইনিংসে ছ'টি চার, দু'টি ছক্কা মেরেছেন। দু'টি ছক্কাই বুমরাহের বলে। সঙ্গে চারটি চার। পরিসংখ্যান যা-ই বলুক, বুমরাহ মনে করছেন কনস্টাসের উইকেট তিনি নিতেই পারতেন। অস্ট্রেলিয়ার চ্যানেল ৭'-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বুমরাহ বলেন, ''ও বেশ নজর কাড়ার মতো ব্যাটার। কিন্তু আমার কখনও মনে হয়নি আমি উইকেট নিতে পারব না। বরং প্রথম দু'ওভারে ছ'-সাত বার ওকে আউট করতে পারতাম। কিন্তু ক্রিকেট এ রকমই। কোনও কোনও দিন সব ভাল হয়। কোনও কোনও দিন কিছুই ঠিক হয় না।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

প্রবল বৃষ্টির জেরে দিল্লির দূষণ কমল

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর: রাজধানী দিল্লিতে প্রবল বৃষ্টিপাত, যা গত ২৭ বছরের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। আর এই নয়া রেকর্ডের ধাক্কায় হু হু করে নামল তাপমাত্রা। পারদ নেমেছে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে। প্রবল বৃষ্টির জেরে বায়ুদূষণের প্রকোপ অনেকটাই কমেছে। এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স দাঁড়িয়েছে ১৭৯-এ।

আবহাওয়া দপ্তর সপ্তাহান্তেও প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতা। গত ২৭ বছরে বৃষ্টির রেকর্ড ইতিমধ্যেই ভেঙে গিয়েছে। এবারের ডিসেম্বরে ৪২.৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। দিল্লি এবং সংলগ্ন এনসিআর এলাকায় গত কয়েক দিন ধরেই বৃষ্টি হচ্ছে। শুক্রবার সকালেও দিল্লির আকাশের মুখভার ছিল। রাজধানী ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বৃষ্টির প্রাবল্যের সঙ্গে সঙ্গেই বইতে থাকে হাড়কাঁপানো

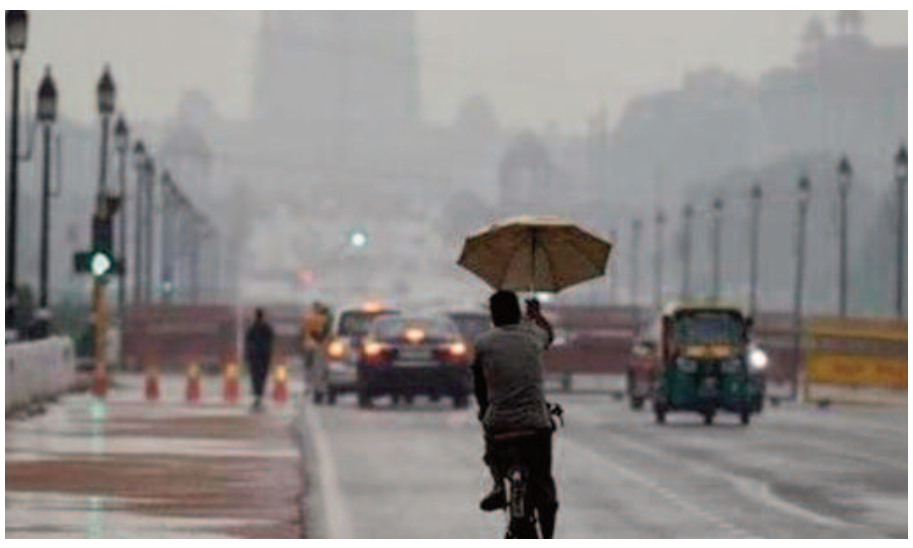

বাতাস। যার জেরে নামতে থাকে তাপমাত্রা।

শনিবারও জারি একই রকম আবহাওয়া। আর তার জেরে দূষণের সূচক এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স দাঁড়িয়েছে ১৭৯-এ। যদিও তা সন্তোষজনক নয়। সহ্য করার মতো। প্রসঙ্গত, একিউআই শূন্য থেকে ৫০-এর মধ্যে থাকলে তা ভালো। ৫১ থেকে ১০০-র মধ্যে সন্তোষজনক। ১০১ থেকে ২০০-র ভিতরে থাকলে তা সহ্য করার মতো বলে ধরা হয়। ২০০ পেরিয়ে গেলেই সূচকের মান আশঙ্কাজনক হয়ে ওঠে।

অক্টোবরের শুরু থেকেই দিল্লির দূষণের মাত্রা ক্রমেই বেড়েছে। যাকে ঘিরে বেড়েছে উদ্বেগও। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে জারি হয় দূষণ কমানোর নানা পদক্ষেপ। জোড়-বিজোড় নম্বর-প্লেটের গাড়ির বিধিনিষেধ লাগু হয়। সব স্কুলও সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে ডিসেম্বরে মাত্রা কমায় কিছু বিধিনিষেধ শিথিলও করা হয়েছে। উল্লেখ্য, দিল্লির একিউআই কমলেও আনন্দ বিহারে তা ২৩৬। এদিকে সিরি কেল্লা ও মুন্ডকায় তা যথাক্রমে ২৪৩ ও ২১৮। যা 'খারাপ' বলেই ধরা হয়।

১০ লক্ষ ভোট গোনা হয়নি, তথ্য কমিশনের

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর: ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে ভোটের হার কমলেও মোট ভোটদাতার সংখ্যা বেড়েছে কয়েক কোটি। তথ্য দিয়ে জানাল নির্বাচন কমিশন। চমকপ্রদ ভাবে কমিশন জানিয়েছে, লোকসভা নির্বাচনে সব মিলিয়ে প্রায় সাড়ে ১০ লক্ষ ভোট গোনা হয়নি। কোনও না কোনও কারণে ওই বিরাট সংখ্যার ভোটকে হয় বাতিল, না হয় ত্রুটিপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে।

সম্প্রতি, লোকসভা নির্বাচনে ভোটদানের হার সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। সেই তথ্য অনুযায়ী, এবারের নির্বাচনে নথিভুক্ত ভোটার সংখ্যা ছিলেন প্রায় ৯৭ কোটি ৯৮ লক্ষ। যা ২০১৯ সালের থেকে ৭.৪৩ শতাংশ বেশি। এর মধ্যে প্রায় ৬৪ কোটি ৬৪ লক্ষ ভোটার ২০২৪-এ ভোট দিয়েছেন। চূড়ান্ত ভোটের হার ৬৫.৯৭৮ শতাংশ। যা উদ্বেগজনক ভাবে ২০১৯ এবং ২০১৪ সালের তুলনায় এই ভোটের হার কম। ২০১৪ সাল থেকে ২০২৪ পর্যন্ত ১.৩ শতাংশ কমেছে ভোট।

চমকপ্রদ ভাবে কমিশনের দেওয়া তথ্য বলছে, সব মিলিয়ে প্রায় ১০.৫৮ লক্ষ ভোট গোনা হয়নি। ওই ভোটের মধ্যে প্রায় পৌনে ১০ হাজার ভুয়ো ভোটার হিসাবে ধরা পড়ে। বাকি প্রায় সাড়ে ১০ লক্ষ ভোট ত্রুটিপূর্ণ, নয় নিয়ম বহির্ভূত। কোনও না কোনও কারণে ওই সাড়ে ১০ লক্ষ ভোট বাতিল হয়েছে। প্রশ্ন হল, ওই বিপুল ভোট বাতিল না হলে ফলাফল কি অন্যরকম হত?

উল্লেখ্য, চব্বিশের লোকসভা ভোটে এনডিএ জোট ৪০০ পারের স্লোগান দিলেও ২৯৫ আসনে থামে বিজয়রথ। একা বিজেপি জেতে ২৪০ আসনে। কার্যত ফিনিক্সের মতো বিরোধী ইন্ডিয়া জোট জিতে নেয় ২৩০টি আসন। কংগ্রেস একা ৯৯ আসনে জয়লাভ করেন। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী শক্তি বিজেপিকে উড়িয়ে ২৯ আসনে জয় ছিনিয়ে নেয় তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপি তথা এনডিএ জোটের আসন সংখ্যা বিগত লোকসভা ভোটের তুলনায় কমলেও 'ম্যাজিক ফিগার' ২৭২ আসন ডিঙিয়ে যাওয়ায় তৃতীয়বার ক্ষমতায় ফেরে গেরুয়া শিবির।

হিমাচলে তুষারপাত, কুলুতেই আটকে ৫ হাজার পর্যটক

কুলু, ২৮ ডিসেম্বর: হিমাচলপ্রদেশে একাধিক এলাকায় ভারী তুষারপাতের জেরে আটকে পড়েছেন পর্যটকরা। শুধু কুলুর রাঙ্গ স্তাতেই শুক্রবার আটকে পড়েন ৫ হাজার পর্যটক। ইতিমধ্যেই অনেককেই উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার সকালেও উদ্ধারকাজ চলে। তুষারপাতের জেরে কুলুতে যান চলাচল স্তব্ধ। রাস্তা থেকে বরফ সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করতে আরও সময় লাগবে বলে স্থানীয় প্রশাসন জানিয়ে দিয়েছে। হিমাচলের অন্য জেলাগুলির অবস্থাও একইরকম। তুষারপাতের পাশাপাশি শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতাও জারি করা হয়েছে হিমাচলে।

প্রসঙ্গত, প্রতি বছর শীতে অনেকেই হিমাচলপ্রদেশ ঘুরতে যান। কিন্তু এ বছর তুষারপাতের জেরে সমস্যায় পর্যটকরা। কুলুর সোলাং নালা এলাকায় শুক্রবার তুষারপাতের জেরে বহু গাড়ি আটকে পড়েছিল। রাস্তার ওপর সার দিয়ে হাজারের বেশি গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছিল বলে জানিয়েছে কুলু পুলিশ। আটকে পড়েন অন্তত পাঁচ হাজার পর্যটক। বরফের কারণে গাড়ি এগোতে পারছিল না। শুক্রবার সারা দিন তুষারপাত হয়েছে সেখানে।

মৌসম ভবন জানিয়েছে, কুলুতে শনিবারও ভারী তুষারপাত চলবে। পাশাপাশি জারি করা হয়েছে শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা। ফলে জারি থাকবে প্রবল ঠান্ডা। লাহুল,স্পিতি, চম্বা, কাংরা, শিমলার মতো হিমাচলের অন্য জেলাগুলিতেও বৃষ্টি এবং তুষারপাত চলছে। আগামী কয়েক দিনে সমতলেও শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা রয়েছে। পর্যটকদের সাবধানে থাকার পরামর্শ দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন।

মরা মুরগির পেট টিপলে মুখ থেকে বেরচ্ছে আগুন

তেলঙ্গানা, ২৮ ডিসেম্বর: পোলট্রির মালিক নিজের কাজ থেকে ফিরে এসে দেখেন পরপর পড়ে রয়েছে মৃত মুরগী। কী ভাবে মুরগিগুলোর মৃত্যু হল, তা বুঝতে পারেননি তিনি। এরপর গায়ে হাত দিয়ে দেখতে গিয়ে চমকে যান। পড়ে থাকা মুরগীগুলোর পেটে হাত দিয়ে চাপ দিলেই বেরিয়ে আসছে আগুন। প্রাথমিক ভাবে অনুমান করা হচ্ছে, বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে মুরগিগুলির। কিন্তু তাই বলে মুখ থেকে আগুন বেরবে কেন! সেটাই কেউ বুঝে উঠতে পারছেন না।

কর্নাটকের হাসান জেলার ঘটনা। একটি গ্রামে ১৫টিরও বেশি মুরগির আকস্মিক মৃত্যু হয়েছে। চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে এলাকায়। আর সেখানেই মৃত মুরগির মুখ থেকে রহস্যজনকভাবে আগুন বের হতে দেখা গিয়েছে। সাক্লেশপুর তালুকের কাছে হাদিগে গ্রামে এই ঘটনা ঘটেছে। ওই এলাকায় অধিকাংশ মানুষই হাঁস-মুরগি পালন করে জীবিকা নির্বাহ করেন। এই পোলট্রির মালিকও যথারীতি কাজে চলে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখেন, ১৫টিরও বেশি মুরগি মারা গিয়েছে। গ্রামের বাসিন্দা রবি নামের এক শ্রমিকের মুরগি সেগুলি।

গ্রামবাসীরাও এই ঘটনায় বিস্মিত। রবির অভিযোগ, তাঁর মুরগি পালন সহ্য না করতে পেরে কিছু দুর্বৃত্ত রাসায়নিক বিষ দিয়ে মুরগিগুলিকে মেরে ফেলেছে। মরা মুরগির মুখ থেকে আগুন বের হওয়ার একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। মুরগি হত্যার অভিযোগ এনে তদন্ত ও কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন ওই শ্রমিক। ভাইরাল হওয়া ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে, একজন ব্যক্তি একটি মরা মুরগিকে টিপছেন, আর তার মুখ থেকে আগুনের শিখা বের হচ্ছে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিশ নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১ (নোটিশ)/৬৩০, তারিখ ২৭.১২.২০২৪। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্রঃ নং ১। টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৩৯১। কাজের নাম ঃ** ১) বর্ধমানের জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ- সিনি. ডিইএন/২/হাওড়ার অধীনে বর্ধমান গুড্স শেডের উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ। ২) সিনি. ডিইএন/২/হাওড়ার অধীনে তালিত গুড্স শেডের উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৮০,২৮,১২২ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না রাশি জমা) ঃ** ২,৪০,২০০ টাকা। **ক্রঃ নং ২। টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩২৭৫-আরও। কাজের নাম ঃ** হাওড়ার ডিভিশনে কর্মী কোয়াটারের রি-ওয়্যারিং। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৫৫,৭৪,৮৮৫ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না রাশি জমা) ঃ** ২,২৭,৯০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** উভয় টেন্ডারের জন্য ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৪.০১.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩টায় (উভয় টেন্ডারের জন্য)। কোনো কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে ছুটি/ বনধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটের আবেদন টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো অফার জমা হতে অনুমতি দেয় না। তবে অনলাইনে টেন্ডার খোলা, টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পর কোনো সুবিধাজনক দিনে হবে। **www.ireps.gov.in**-এ টেন্ডারের বিশদ পাওয়া যাচ্ছে। ডাকদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁদের অফার ওপরের ওয়েবসাইটে অনলাইনে জমা দিতে। (HWH-511/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

ভারতীয় বংশোদ্ভূত শ্রীরাম কৃষ্ণনের নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক

ওয়াশিংটন, ২৮ ডিসেম্বর: ডোনাল্ড ট্রাম্প মসনদে বসতে চলেছেন নতুন বছরের শুরুতেই। সেই নতুন প্রশাসনে বড়সড় পদ পেয়েছেন বিশ্বের ধনীতম ব্যক্তি এলন মাস্ক। নির্বাচনী প্রচারেও বাইডেনকে বিঁধে বর্ষীয়ান রিপাবলিকান নেতারই জয়ধ্বনি দিতে দেখা গিয়েছিল তাঁকেই। কিন্তু এহেন মাস্ক-ট্রাম্প বন্ধুত্বে চিড় ধরাচ্ছে অভিবাসন। দুই শিবিরের সমর্থকদের মধ্যে শুরু হয়েছে বচসা। ফাটল ধরেছে 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন' ক্যাম্পে। মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন এটাই ছিল ট্রাম্পের স্লোগান। আর সেই স্লোগান একসঙ্গে তুলতে দেখা গিয়েছিল ট্রাম্প-মাস্ককে। কিন্তু আমেরিকায় পালাবদলের পর আচমকাই দুই শিবিরে দ্বন্দ্বের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আর এই সংকটের সূচনা ভারতীয় বংশোদ্ভূত শ্রীরাম কৃষ্ণনের নিয়োগ ঘিরে। তাঁকে ক্ষমতাসীন হতে চলা ট্রাম্প প্রশাসনের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নীতির নেতৃত্বের ভার দেওয়ার পর থেকেই

বিতর্ক শুরু হয়ে গিয়েছে। আসলে এর আগে তিনি সওয়াল করেছিলেন মেধাবী অভিবাসীদের গ্রিন কার্ড দেওয়ার ব্যাপারে। যাকে ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় শোরগোল পড়ে যায়।

অভিবাসন নীতি নিয়ে দ্বন্দ্ব

মাস্ক, বিবেক রামস্বামীরা এই নিয়ে বরাবরই ট্রাম্প-ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে ভিন্নমত। মাস্ক নিজেও এইচ-১বি ভিসায় আমেরিকায় অভিবাসন গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মতে, 'যদি আপনি চান আপনার টিম চ্যাম্পিয়ন হোক, তাহলে সেরা প্রতিভাদের নিয়োগ করতেই হবে।' একই মত রামস্বামীরও। তাঁর মতে মার্কিন সংস্কৃতি বরাবরই মাঝারি প্রতিভারই বেশি কদর করে এসেছে। এই ধরনের মতামত ট্রাম্পের মনোভাবের একেবারেই বিপরীত। ফলে এই নিয়ে ক্রমেই ফাটল ধরছে দুই শিবিরে। ট্রাম্প মসনদে বসার আগেই এই পরিস্থিতিতে 'সিঁদুরে মেঘ' দেখছেন অনেকেই। শেষপর্যন্ত অভিবাসন নিয়ে এই সংঘাত আরও বড় কোনও চেহারা ধারণ করে কিনা সেটাই দেখার।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন নবচেতনা

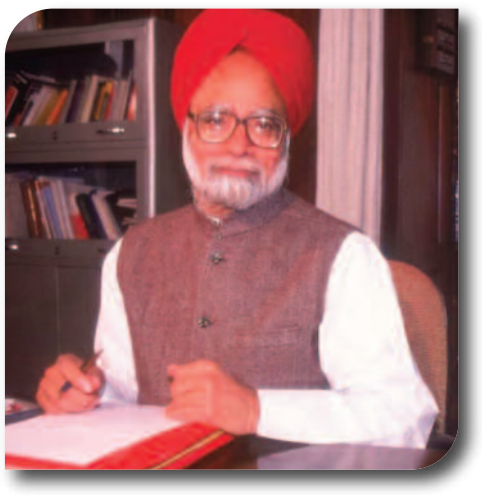

অস্তাচলে অর্থনীতির দিশারি মনমোহন

শুভাশিস বিশ্বাস

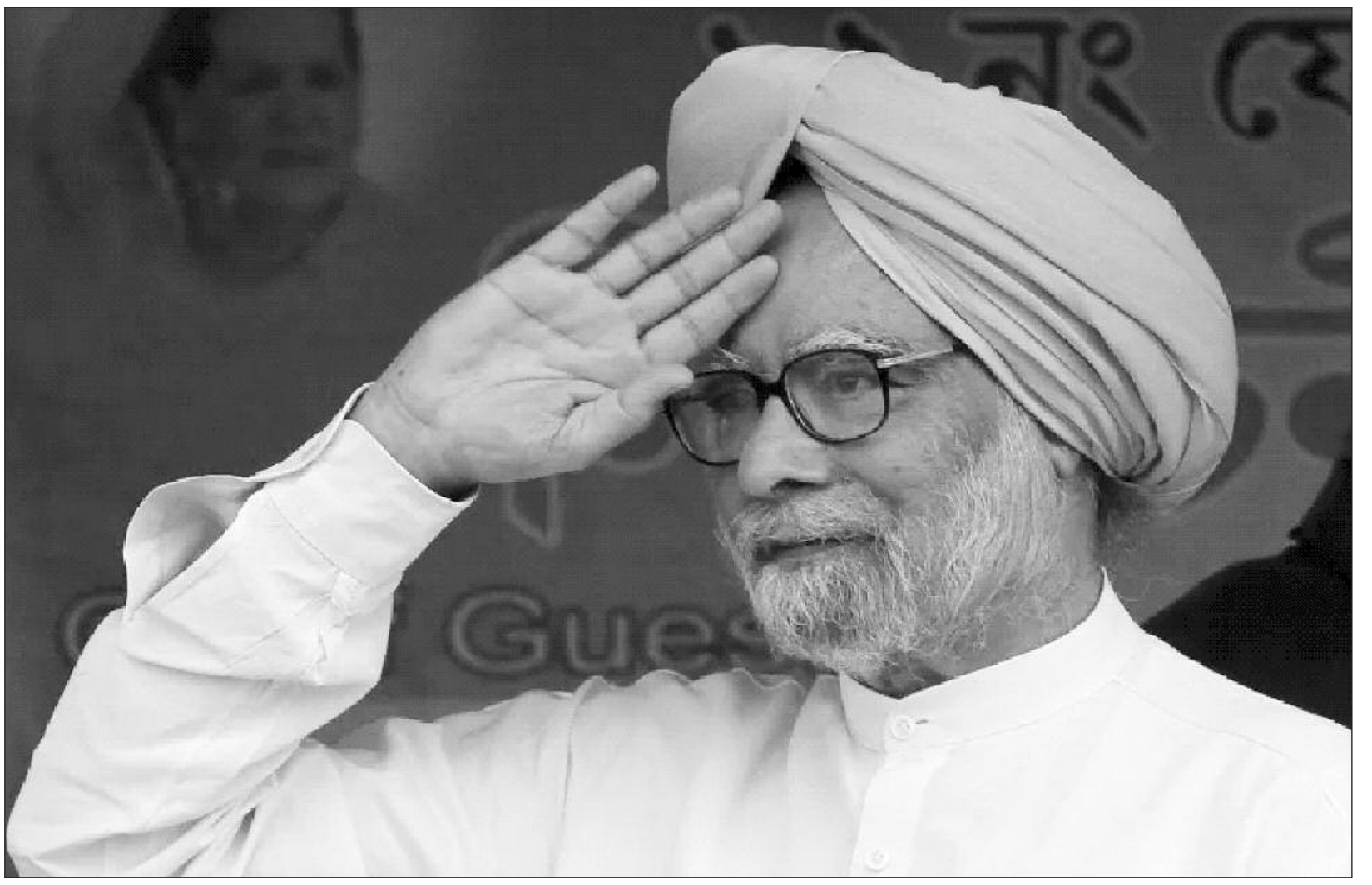

বিষাদ বার্তা এলো ২০২৪-এর একেবারে শেষ লগ্নে। শিক্ষাবিদ, আমলা থেকে রাজনীতিবিদ অনেক পরিচয়ই আছে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের। কম কথা বলতেন, কাজ করতেন অন্যদের থেকে অনেক বেশি। তাঁর আমলেই বোনা হয় ভারতের আর্থিক উন্নয়নের বীজ। দেশের অর্থনীতির দশা বদলাতে দিশা বাতলে দেন তিনি।তবে ভারত তাঁকে সবথেকে বেশি মনে রাখবে 'সংস্কারক' হিসেবে। অর্থমন্ত্রী হিসেবে ১৯৯১ সালে তাঁর স্বপ্নের বাজেট ঘুরিয়েছিল ভারতের ভাগ্য। এই স্বপ্নের বাজেটের হাত ধরেই অর্থনৈতিক ভেন্টিলেশন থেকে বেরিয়ে এসেছিল ভারত। পরে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১০ বছরে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও নিয়েছিলেন তিনি। যার জন্য বিশ্ব বাজারে ভারতের জায়গা করে নেয়। চালু করেছিলেন ১০০ দিনের কাজ থেকে আধার। কেবল মুক্ত অর্থনীতি নয়, প্রকৃতই মুক্তমনা মানুষ ছিলেন তিনি। তিনি এমন এক প্রধানমন্ত্রী যিনি অপরপক্ষের কথা মন দিয়ে শুনতেন, সমালোচিত হলেও কোনও ধরনের বিরূপ মন্তব্য করতে শোনা যায়নি। 'অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার' হিসেবেই এদেশের রাজনীতিতে মনমোহনের আর্বিভাব হলেও তিনি প্রমাণ করেন আদতেই সেটা কোনও অ্যাক্সিডেন্টাল ঘটনা নয়।ভারতের অর্থনীতিকে বিশ্বের কাছে উন্মুক্ত করার স্থপতি যিনি, রেকর্ড সংখ্যক মানুষকে দারিদ্র্য থেকে বের করে আনার কারিগর এবং জাতিকে বিশ্বব্যাপী উচ্চাসনে বসানোর মঞ্চ তো তৈরি হয় তো তাঁরই হাত ধরে। অথচ মৌনিবাবা তকমা পাওয়া এই রাজনীতিককে একসময় বলতে হয়েছিল, 'আমার প্রধানমন্ত্রিত্ব নিয়ে আমার কোনও লজ্জা নেই।' তবে মনমোহন সিং খুব ভাল করেই জানতেন যে তিনি রাজনীতিবিদ নন। তার কথায়, 'একজন রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠা যায়, কিন্তু সেটা হতে হলে তো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোটে জিততে হবে।'

প্রসঙ্গত, ১৯৯১ সালে তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কটের মুখে পড়ে ভারত। সেই সময় বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার গিয়ে ঠেকে মাত্র ১.২ বিলিয়ন ডলারে। স্বভাবতই দেখা দেয় ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট সঙ্কট। মাথার উপর ঋণের বোঝা বাড়তেই থাকে। তখন চন্দ্রশেখরের সরকার আইএমএফ-এর থেকে ২.২ বিলিয়ন ডলার ঋণ নেয় কয়েক টন সোনা বন্ধক রেখে। অবশ্য এরই মাঝে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় দেশে। কংগ্রেস জয়ী হয়। প্রধানমন্ত্রী হন নরসিমহা রাও। অর্থমন্ত্রী হন মনমোহন সিং। এই সময়ে মুদ্রাস্ফীতি পৌঁছে গিয়েছিল দুই অঙ্কে। ছিল রাজস্বের বিশাল ঘাটতি। ১৯৯১ সালের ২৪ জুলাই সংসদে তার প্রথম বাজেট পেশ করেন অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং। সেই বাজেটেই মনমোহনের হাত ধরে দেউলিয়া হওয়ার মুখে দাঁড়ানো ভারত অর্থনীতিক উদারীকরণের পথে হাঁটে। অর্থনৈতিক সঙ্কটমুক্ত করেন ভারতকে।

১৯৩২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর অবিভক্ত পঞ্জাবের গাহ্-তে শিখ পরিবারে জন্ম মনমোহনের, যা বর্তমানে পাকিস্তানের অংশ। সেই সময়ে ওই গ্রামে না ছিল বিদ্যুৎ, না ছিল খাওয়ার জলের ব্যবস্থা। খুব কম বয়সেই মাকে হারান। ঠাকুমার কাছেই মানুষ মনমোহন। প্রথমে উর্দু মিডিয়াম স্কুলে শিক্ষা। গুরুমুখি, পাঞ্জাবিও জানতেন। ১৯৪৮ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণিতে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন মনমোহন। এরপর ১৯৫০-এ ইন্টারমিডিয়েটে হলেন ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। প্রতিটা কড়ির হিসেব রাখা সংসারে বড় হওয়া মনমোহন পছন্দের বিষয় ছিল অর্থনীতি। ১৯৫২ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক হলেন মনমোহন সিংহ। এবারও তিনি প্রথম স্থানে। তারও ২ বছর পরে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর এবং যথারীতি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, স্কুল, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কোনও পরীক্ষায় দ্বিতীয় হননি মনমোহন। এরপরমনমোহন স্কলারশিপ নিয়ে পাড়ি দেন ইংল্যান্ডে। ১৯৫৭ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট জন্স কলেজ থেকে অর্থনীতিতে বিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর ফেরেন দেশে। পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু করেন অধ্যাপনা। ১৯৬২-তে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ন্যুফিল্ড কলেজ থেকে ডি.ফিল ডিগ্রি অর্জন করেন মনমোহন সিংহ। এর মাঝে ১৯৫৮ সালে গুরশরণ কৌরের সঙ্গে বিয়ে হয় মনমোহনের। গুরশরণ আর মনমোহনের তিন মেয়ে- উপিন্দর, দামন এবং অমৃত।

এতো মেধাবী হলেও আর্থিক ভাবে মোটেই স্বচ্ছল ছিলেন না মনমোহন।তাঁর কন্যা দামন সিং বাবার সম্বন্ধে একটি লেখায় জানিয়েছিলেন কেমব্রিজে পড়াশোনা করার সময়ে অর্থ সঙ্কটে দিন কাটত মনমোহনের। পড়াশোনা আর থাকা-খাওয়ার জন্য বছরে তার ছয় শো পাউন্ড মতো খরচ হত। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি যে বৃত্তি পেতেন তা ছিল প্রায় ১৬০ পাউন্ড। বাকি খরচের জন্য তার বাবার ওপরে নির্ভর করতে হত তাকে। এই সময় মনমোহন এতোটাই সহজ সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন যে, ডিম সেদ্ধ করা বা টিভি চালাতেও পারতেন না।

এরপর ভারতে এসে অধ্যাপক হিসেবে ভারতের অত্যন্ত উচ্চমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়িয়েছেন মনমোহন। যে তালিকায় আছে দিল্লি স্কুল অফ ইকোনমিকস, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৭২ সালে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হন। ১৯৭৬ সালে হন কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসচিব। ১৯৮০ সাল থেকে টানা দু'বছর ছিলেন যোজনা কমিশনে। প্রণব মুখোপাধ্যায় তখন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। ১৯৮২-র ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৮৫-র ১৪ জানুয়ারি অবধি তিনিই ছিলেন আরবিআইয়ের গভর্নর। ১৯৮২ থেকে ৩ বছর, আইএমএফের বোর্ড অফ গভর্নরসে, অলটারনেট গভর্নর ফর ইন্ডিয়ার দায়িত্ব সামলান মনমোহন। ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৪ অবধি প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন তিনি। ১৯৮৫-তে ইন্ডিয়ান ইকোনমিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হন মনমোহন সিংহ। সেই বছর ১৫ জানুয়ারি থেকে ১৯৮৭-র ৩১ জুলাই অবধি প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান হন তিনি। ১৯৮৭-র ১ অগাস্ট থেকে ১৯৯০-এর ১০ নভেম্বর - এই সময়ের মধ্যে জেনেভায় সাউথ কমিশনের সেক্রেটারি জেনারেল ও কমিশনারের দায়িত্ব সামলান মনহমোহন। ১৯৯০-এর ১০ ডিসেম্বর থেকে পরের বছর ১৪ মার্চ অবধি তাঁকেই প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯৯১-এর ১৫ মার্চ থেকে ৩ মাস ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশনের চেয়ারম্যান পদ অলঙ্কৃত করেন মনমোহন সিং। মনমোহন সম্পর্কে এ তথ্য বোধহয় অনেকেই জানেন না যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আঞ্চলিক প্রধান হিসাবে কলকাতাতেও কাজ করেছেন তিনি।

এরপর ১৯৯১ সালে রাজনীতিতে প্রবেশ। দেশের প্রধানমন্ত্রীর মসনদে পিভি নরসিমহা রাও। অর্থনৈতিক-সহ একগুচ্ছ বিষয়ে দেশ তখন লড়াই করছে। অন্যদিকে সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে টুকরো টুকরো হয়েছে। ঠিক এই পরিস্থিতিতে একদিন প্রায় মাঝরাতে মনমোহনকে ফোন করেছিলেন রাও-এর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি। মাঝরাতে ফোন করে জাগিয়ে বলেছিলেন, দেশের অর্থমন্ত্রী হিসেবে তাঁর নামের পাশেই পড়েছে সিলমোহর।

এরপরই জুন মাসে নতুন প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসিমা রাও তাঁর সরকারে মনমোহনকে অর্থমন্ত্রী করেন। নরসিমহা রাওয়ের মন্ত্রিসভায় অর্থমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার পরে তার প্রথম ভাষণে তিনি ভিক্টর হুগোর বিখ্যাত উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছিলেন, 'যদি একটি ভাবনার আসার সময় হয়ে গিয়ে থাকে, তাকে পৃথিবীর কোনও শক্তিই আটকাতে পারে না।' স্বাধীন ভারতের অর্থনীতির ইতিহাসে এই পদক্ষেপই ছিল মোড়-ঘোরানো। ১৯৯১'এর ২১ জুন থেকে ১৯৯৬-এর ১৫ মে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকাকালীন আমূল পরিবর্তন আসে দেশের আর্থিক নীতিতে। তাঁরই পরামর্শে শুরু হয় করের হার কমানো, ভারতীয় টাকার অবমূল্যায়ন, সরকারি সংস্থাগুলির বেসরকারিকরণ আর বিদেশি বিনিয়োগে উৎসাহ দেওয়ার মতো কর্মসূচিগুলি। তবে সমালোচকেরা বলে থাকেন, তিনি ভারতের অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন অর্থনৈতিক সংস্কার করেছিলেন যে গতিতে, সেটা কিছুটা শ্লথ হয়ে গিয়েছিল তার প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়ে।

এদিকে ১৯৯১-এর অক্টোবরে প্রথমবার রাজ্যসভায় নির্বাচিত হন তিনি। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, ৯৫'এর জুনে সংসদের উচ্চকক্ষে পুনর্নির্বাচিত হন মনমোহন সিং। এরপর ৯৬ থেকে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে অবধি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের পরামর্শদাতা কমিটির সদস্য ছিলেন তিনি। মাঝে ১ বছর সংসদের বাণিজ্য বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্বও পালন করেন মনমোহন সিং। ১৯৯৮-এর ২১ মার্চ থেকে ২০০৪-এর ২১ মে অবধি রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতাও ছিলেন তিনি-ই। ২০০১-এর জুনে তৃতীয়বারের জন্য তিনি রাজ্যসভায় নির্বাচিত হন। এই প্রসঙ্গে একটা তথ্য দিয়ে রাখতেই হয়, মনমোহন ভারতের সংসদের নিম্ন-কক্ষ লোকসভার ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন ১৯৯৯ সালে। কিন্তু হেরে যান। এরপরে উচ্চ-কক্ষ রাজ্যসভার সংসদ সদস্য হন অসম থেকে।

এরপর আসে ২০০৪ সালের নির্বাচন। কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধি প্রধানমন্ত্রী পদ নিতে অস্বীকার করেন। সম্ভবত তিনি যেহেতু জন্মসূত্রে ইতালিয়, তাই প্রবল সমালোচনার মুখে পড়তে হতে পারে, এটা ভেবেই সম্ভবত তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে চাননি। সমালোচকরা এও বলে থাকেন যে মনমোহন সিংয়ের প্রধানমন্ত্রীত্বের সময়কালে সোনিয়া গান্ধিই ছিলেন আসল ক্ষমতার উৎস। মনমোহন সিংয়ের নিজের কোনও ক্ষমতাই ছিল না বলে মনে করেন সমালোচকরা। দেশের সমালোচকদের মন না

পেলেও বিদেশের মাটিতে পেয়েছিলেন স্বীকৃতি। ২০০৫ সালে দক্ষিণ এশিয়ার কুয়ালালামপুরে আশিয়ান সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ। সেই সময় আশিয়ানের সেক্রেটারি জেনারেলের পদে ছিলে অং কেং অং। সিংহকে ভরা সভায় বিশ্বের সবথেকে উচ্চশিক্ষিত প্রধানমন্ত্রী বলে পরিচয় করিয়ে দেন অং। 'দ্য অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টারঃ দ্য মেকিং অ্যান্ড আনমেকিং অফ মনমোহন সিং '- বইয়ে এমনটাই উল্লেখ করেছেন লেখক সঞ্জয় বারু। এখানেই শেষ নয়। মনমোহনের কীর্তি নিয়ে রয়েছে আরও গল্পগাথা। তাঁর সিভি দেখে ঈর্ষা হতে পারে যে কোনও অর্থনীতিবিদের।

ড. মনমোহন সিংয়ের প্রথম পাঁচ বছরের মেয়াদকালে সবথেকে বড় জয় ছিল যুক্তরাষ্ট্র থেকে পারমাণবিক প্রযুক্তি পাওয়ার জন্য একটি চুক্তি সই করা। এক সময়ে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি বৃদ্ধিতে পশ্চিমী দুনিয়ায় চক্ষুশূল হয় ভারত। ইউরোপ, আমেরিকা-সহ বিভিন্ন দেশ কোনঠাসা করতে থাকে ভারতকে। একইসঙ্গে দেশের ভেতরেও বিরোধিতার সম্মুখীন হন তিনি। ইউপিএ থেকে সমর্থন তুলে নেয় সিপিএম। আস্থাভোটে কোনওরকমে টিকে যায় সরকার। এতো কিছু প্রতিকূলতার মাঝেও প্রথমে আমেরিকার সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন। তবে পথ সুগম ছিল না কারণ আমেরিকা-পাকিস্তান তখন একে অপরের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। আর ভারতের শুভাকাঙ্খী রাশিয়া, মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। তবু পরমাণু চুক্তি করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেলেন যাতে ভারতকে তত্ কালীন প্রথম বিশ্ব থেকে কোনঠাসা হতে না হয়। একদিকে রাশিয়ার বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা, অন্যদিকে চূড়ান্ত বাম বিরোধিতায় প্রশ্নের মুখে পরমাণু চুক্তির ভবিষ্যৎ। 'চুপ করে থেকেই' আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করলেন মনমোহন, আলোচনা করেন। আর তাতেই সব বাধা পেরিয়ে পরমাণু চুক্তি করতে সক্ষম হয় তাঁর সরকার। এক ধাক্কায় ভূরাজনীতিতে ভারতের গুরুত্ব অনেকটা বেড়ে যায়। সেই সঙ্গে ভারতের বাজার খোলে আমেরিকার জন্য। সেই সময় এক ঝটকায় আমদানি শুল্ক ৩০০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫০ শতাংশ করে দেন মনমোহন। কম দামে ঢোকে বিদেশি পণ্য। প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ থেকে শুরু করে এমন সব আর্থিক নীতি তৈরি করে, যাতে ভারতের বাজারের প্রতি আকৃষ্ট হয় বিদেশি কোম্পানগুলি। তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতেই হয়, ওই চুক্তির জন্য মূল্য চোকাতে হয়েছিল তাঁকে। ভারতের কমিউনিস্ট দলগুলো ওই চুক্তির বিরুদ্ধে পথে নামে এবং শেষমেশ সরকারের ওপর থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে অন্যান্য দলের কাছ থেকে সমর্থন জোগাড় করতে হয়েছিল কংগ্রেসকে। এজন্য ভোট কেনা-বেচার অভিযোগও উঠেছিল দলটির বিরুদ্ধে। তবে ভারতের প্রতিটি মানুষ ভারতের প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে এটা স্বীকার করেন যে, মনমোহনের হাতেই ভারত মুক্ত অর্থনীতি হয়ে ওঠে। যে দু'ফায় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মনমোহন, একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন তিনি। ২০০৭ সালে তাঁর আমলেই ভারতের জিডিপি সর্বোচ্চে গিয়ে ঠেকে। যা ছিল ৯ শতাংশ। এরপর ২০০৬-০৭ সালেই দেশের জিডিপি ছোঁয় ১০.০৮ শতাংশের মাত্রা। একইসঙ্গে পৃথিবীর দ্বিতীয় দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি হিসেবে উঠে আসে ভারত।

শুধু তাই নয়, অন্যদিকে তিনি চিনের সঙ্গে সীমান্ত বিরোধ মিটিয়ে ফেলার লক্ষ্যে নাথু লা দিয়ে তিব্বতের সঙ্গে ৪০ বছর ধরে বন্ধ থাকা পুরনো একটি ব্যবসায়িক রুট ফের চালুও করেন। আবার আফগানিস্তানকে বাড়তি আর্থিক সহায়তাও দিয়েছিলেন মনমোহন-ই। তিনিই ছিলেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, যিনি আগের প্রায় তিন দশকের মধ্যে প্রথমবার আফগানিস্তান সফর করেন।

এর পাশাপাশি মনমোহনের হাত ধরে ভারতবাসী পেয়েছে ১০০ দিনের কাজ। জাতীয় গ্রামীণ রোজগার গ্যারান্টি আইন। ২০০৫ সালে মনমোহনের আনা এই আইন আজ গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তি। ২০০৫ সালে মনমোহন জামানাতেই পাস হয় ঐতিহাসিক আরটিআই আইন। এই আইনের আওতায় সরকারকে প্রশ্ন করার অধিকার পায় আমজনতা। এরই পাশাপাশি ২০১৩ সালের জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের সূচনা করে মনমোহন সরকার। এই আইনে দেশের প্রায় ৮০ কোটি মানুষকে ভর্তুকিপ্রাপ্ত খাদ্যশস্য পৌঁছে দেওয়ার আওতায় আনা হয়। স্কুলের মিড ডে মিল, আইসিডিএস, পিডিএস সবকিছু খাদ্য সুরক্ষার আওতায় আসে। ২০০৭ সালে মনমোহন আমলেই দেশের অর্থনীতি ১ লক্ষ কোটি ডলারের মাইলফলক স্পর্শ করে বিশ্বের তাবড় দেশের তালিকায় নাম তোলে ভারত।

এখানেই শেষ নয়, ২০০৪ সালের দেশে দারিদ্রের হার যেখানে ৩৭.২ শতাংশ ছিল। ৮ বছর পরে ২০১২ সালে তা ২১.৯ শতাংশে এসে ঠেকে। মাত্র ৮ বছরে ১৫ শতাংশের বেশি দারিদ্র কমান মনমোহন।

এরপর ২০১২ সালে মাল্টি ব্র্যান্ড রিটেলে ৫১ শতাংশ এবং সিঙ্গল ব্র্যান্ড রিটেলে ১০০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগে অনুমোদনের মাধ্যমে বাণিজ্যেও আসে এক জোয়ার।

প্রথম ইউপিএ সরকারের অন্যতম জনমোহিনী সিদ্ধান্তে প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকার কৃষিঋণ মকুবে নতুন প্রাণ আসে কৃষিতে।

ইউপিএ সরকারের আমলে এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত ছিল মিড-ডে মিলে বিনিয়োগ। প্রথমবার দেশের সব সরকারি স্কুলে চালু হয় মিড ডে মিল প্রকল্প, যেখানে ব্যাপক বিনিয়োগ করে কেন্দ্র।

শুধু তাই নয়, বাজপেয়ী আমলের সোনালি চতুর্ভুজ প্রকল্প সম্পন্ন করতে ব্যাপক বিনিয়োগ করে মনমোহন সরকার। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে স্পেশ্যাল ইকনোমিক জোন গড়ে বিনিয়োগের পথ সুগম করা হয়।

আর যে আধার কার্ড আজকাল প্রায় সমস্ত সরকারি প্রকল্পে বাধ্যতামূলক, সেটা শুরু হয় মনমোহনের আমলে। ২০০৯ সালের ২৮ জানুয়ারি ভারতীয়দের অভিন্ন পরিচয়পত্র তৈরির উদ্দশে আধার কার্ডের সূচনা হয়।

একইসঙ্গে এই মনমোহনের আমলেই মহাকাশ গবেষণা নতুন দিশা পায়। ২০০৮ সালে দেশের প্রথম চন্দ্রযানের উৎক্ষেপণ। ২০১৩ সালে মঙ্গলযানের উৎক্ষেপণও হয় মনমোহনের আমলেই।

মনমোহনের আমলে আরও এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ পোলিওমুক্ত ভারত গড়া। এরপর ২০১২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ভারতকে পোলিওমুক্ত ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

আর দুর্বল প্রধানমন্ত্রী হিসেবে অভিহিত মনমোহনই দুর্নীতির অভিযোগে বিদ্ধ সরকারকে শুদ্ধ করতে ২০১৩ সালে আনেন লোকপাল আইন। এই আইনে ক্ষমতাসীন নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে তদন্ত করার জন্য জনলোকপাল প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এই মনমোহন সিংকেই ২০১৪ সালে লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে বলতে শোনা যায় তিনি আর প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য দাঁড়াবেন না। ওই বছরের শুরুতে অর্থাৎ জানুয়ারি মাসে শেষ বারের মতো সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন 'মৌনী প্রধানমন্ত্রী' মনমোহন। প্রধানমন্ত্রী পদে থাকাকালীন বহুবার বিরোধীদের কটাক্ষের মুখে পড়তে হয়েছে। তাঁর বহু সিদ্ধান্তের সমালোচনা করতে পিছপা হননি বিরোধী নেতারা। সেই সব কটাক্ষের পাল্টাও দিয়েছিলেন শেষ সাংবাদিক বৈঠকে। সেদিন তিনি এও বলেছিলেন, 'আমি মনে করি না যে আমি দুর্বল প্রধানমন্ত্রী। আশা করি, বিরোধী এবং সংবাদমাধ্যমের চেয়ে ইতিহাস আমার প্রতি সদয় থাকবে বেশি। আমার পক্ষে যতটা সম্ভব ছিল করেছি।' এর পাশাপাশি তাঁর সংযোজন ছিল,'পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে যা যা করা দরকার ছিল আমি করেছি। ইতিহাস আমার কাজের বিচার করবে।'

মনমোহন সিংকে অবশ্য জোট সরকার চালাতে বারেবারেই বেশ বেগ পেতে হয়েছে। বিশেষ করে রাজ্যভিত্তিক জোট-সঙ্গী দল এবং তাদের সমর্থকদের উচ্ছৃঙ্খল কার্যকলাপ বারবার বিব্রত করেছে মনমোহন সিং এবং তাঁর সরকারকে। তিনি অবশ্য সবসময়েই ঐকমত্যের ভিত্তিতেই চলার চেষ্টা করেছেন। বেআইনিভাবে কয়লা খনির বরাত দেওয়া নিয়ে কয়েক হাজার কোটি টাকা অর্থমূল্যের কয়লা কেলেঙ্কারি নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তাঁকে নিশ্চুপ থাকতেই দেখা যায়। এই নীরবতা প্রসঙ্গে তাঁর যুক্তি ছিল, এভাবে যে চুপ করে থাকাটা 'হাজার শব্দ দিয়ে জবাব দেওয়ার থেকে ভাল'। আবার ২০১৫ সালে যখন আদালত তাকে ডেকে পাঠায় ফৌজদারি ষড়যন্ত্র এবং দুর্নীতির অভিযোগে, দৃশ্যতই মনোক্ষুন্ন মনমোহন সিং সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে তিনি 'আইনি বিচারের জন্য প্রস্তুত' আর 'সত্যের জয় হবে।' তবে মনমোহনের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ সবসময়েই থেকেছে, তিনি ছিলেন খুব নরম প্রকৃতির মানুষ আর ভুগতেন সিদ্ধান্তহীনতায়। এমনকী বিজেপির নেতা ও ভারতের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানিও একবার মনমোহন সিংকে দেশের 'দুর্বলতম প্রধানমন্ত্রী' হিসাবে অভিহিত করেছিলেন। তবে তাঁর সততা বা বুদ্ধিমত্তা ছিল সন্দেহাতীত। আজ তাঁর মৃত্যুতে মুছে গিয়েছে সব রাজনৈতিক ভেদাভেদ। সকলে এককথায় স্বীকার করছেন তিনিই ছিলেন ভারতে আর্থিক বিপ্লবের পথিকৃৎ।